কামিনী রঞ্জন।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক পয়ারাদি ছন্দে

বিরচিত হইয়া

কলিকাতা

শ্রীমধুসূদন শীলের চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

আহীরীটোলা নং ৯ বাটী।

১২৬৮।

এই পুস্তক কলিকাতা শোভাবাজার বটতলায় ২৪৬ নং দোকানে
তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

সূচিপত্র।

ইতিহাস সমাপ্ত।

কামিনী রঞ্জন

নিরাকার বন্দনা।

নমো নিত্য নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার সনাতন, দয়াময় দয়া কর দীনে। অনাথ জনের বন্ধু, পার কর ভবসিন্ধু, জ্ঞানহীন ভজন বিহীনে॥ সর্ব্ব জীবে আবির্ভাব, সকলেতে সমভাব, জ্ঞানদাতা প্রভু নিরাকার। সৃজন পালন লয়, কটাক্ষেতে সব হয়, তব গুণ ব্যাপ্ত চরাচর॥ তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান, সাধকের রাখ মান, সিদ্ধিদাতা পাপ বিনাশন। তব তত্ত্ব জানে যেই, ব্রহ্মাণ্ডে পূজিত সেই, কীট পক্ষ অধম তারণ॥ তুমি সর্ব্ব মূলাধার, সর্ব্বত্রে আছ সঞ্চার, তিমির নাশক কৃপাময়। ধন মন অগোচর, বেদাগমে তুমি সার, সেই ধন্য যে তোমাতে রয়॥ কে বুঝিবে তব মর্ম্ম, তুমি প্রভু ধর্ম্মাধর্ম্ম, যা বলাও তাই আমি বলি। জননী জঠরানলে, তুমি তায় রক্ষা কৈলে, মায়াবশে ভুলিলাম সকলি॥ কি আশ্চর্য্য তব লীলা, অঙ্কুরে বীজ জন্মিলা, ফলে ফল তব কৃপাদৃষ্টি। স্থাবর জঙ্গমে থাকে, পালন করহ তাকে, ইচ্ছায় করেছ এই সৃষ্টি॥ সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম সব, তোমা হইতে উদ্ভব, যারে লওয়ায় যেমন প্রকার। নিত্যময় তুমি সার, আর সকলি অসার, মুক্ত কর এ ভব সংসার॥ সীতানাথ দত্ত কয়, শ্রীপাদপদ্মেতে লয়, কর প্রভু আপনার গুণে। তপ জপ মন্ত্র ধ্যান, কিছু মোর নাহি জ্ঞান, রক্ষা কর দুস্তার তুফানে॥

গ্রন্থ সূচনা।

পয়ার। দুঃশন্ত নগরে আছে রাজা তন্ত্রিপাল। শান্ত দান্ত গুণবন্ত বিক্রমে বিশাল॥ দানে দাতা কর্ণ সম প্রতাপে রাবণ। বৃহস্পতি তুল্য জ্ঞানে মানে দুর্য্যোধন॥ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় তেজেতে তপন। ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক অতি রসিক সুজন॥ শিষ্টের পালন করে দুষ্টের দমন। যাগ যজ্ঞ অহর্নিশি অতিথি সেবন॥ সসাগরা পৃথিবী শাসিল নৃপবর। ব্যগ্র হয়ে রাজাগণে দিল তাঁরে কর॥ এক রাণী বহু রাজ্য সদা হৃষ্ট মন। জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্বেতে বেষ্টিত রাজন॥ ধর্ম্মদাস নামে মন্ত্রী অতি বিচক্ষণ। নানা গুণ জানে সেই বিখ্যাত ভুবন॥ দৈবযোগে নৃপতির নহিল নন্দন। চিন্তায় চিন্তিত বড় হইল রাজন॥ রাজ্যের যতেক প্রজা হইয়া কাতর। ঈশ্বরের কাছে তারা মাগে এই বর॥ কৃপা কর গুণনিধি হইয়া সদয়। রাজার তনয় বিনে রাজ্য নষ্ট হয়॥ হায় প্রভু তোমার কেমন বিবেচনা। না হল রাজার পুত্র একি বিড়ম্বনা॥ পুত্রের কারণ রাজা দুঃখিত অন্তর। যাগ হোম দৈবকর্ম্ম করিল বিস্তর॥ তবু না হইল পুত্র ভাবিত রাজন। নিরানন্দ মনে নৃপ করেন যাপন॥ রাজা রাণী দুই জনে হইয়া কাতর। এক চিত্তে পূজা করে মৃত্তিকা শঙ্কর॥ পূজা করি দুই জনে করে স্তব স্তুতি। মনের মানস পূর্ণ কর পশুপতি॥ দীন হীনে দয়া কর প্রভু কৃত্তিবাস। চরণেতে রেখ প্রভু না কর নৈরাশ॥ ক্রমে ক্রমে এইরূপে গেল বহু দিন। শরীর না হয় সুস্থ সতত মলিন॥ এক দিন নরপতি সভায় বসিয়া। রাজ্যত্ব করেন নৃপ পাত্র মিত্র লইয়া॥ চতুর্দ্দিগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছে বসি। হেনকালে এক জন আইল সন্ন্যাসী॥ দীর্ঘফোঁটা শিরে জটা সূর্য্যের প্রকাশ। ভস্ম মাখা কলেবর

অঙ্গেনাহিবাস ॥ সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল। উত্তম আসন আনি বসিবারে দিল ॥ ভাবে গদ গদ রাজা হইয়া অন্তরে। সন্ন্যাসীর সেবা কৈল বিবিধ প্রকারে ॥ সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিগম্বর। কহিছেন রাজা প্রতি সরস অন্তর ॥ বিস্তারিয়া কহ মোরে নিজ পরিচয়। কয় জন রাণী আছে কয়টী তনয় ॥ নৃপবর বলে তবে সন্ন্যাসীর ঠাঁই। এক রাণী বহু রাজ্য পুত্র মোর নাই ॥ শুনিয়া সন্ন্যাসী তবে কহিছে বচন। পুত্র বিনা রাজ্য ধন সব অকারণ আমি এক কথা বলি শুন দিয়া মন। সংগোপন হইতে হবে আছে প্রয়োজন ॥ এতেক শুনিয়া রাজা চলিল বিরলে। হেনকালে সন্ন্যাসী রাজার প্রতি বলে ॥ পুত্র পাব বলি যদি থাকে তব সাধ। আইসহ আমার সঙ্গে ঘুচিবে বিষাদ ॥ সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাজা করিল গমন। রচিল শ্রীদীননাথ কামিনীরঞ্জন ॥

লঘু-ত্রিপদী। সন্ন্যাসীর সঙ্গ, চলে মনোরঙ্গে, নিবিড় গহন বনে। নানা জাতি বৃক্ষ, কত পশু পক্ষ, হেরিয়া সন্তোষ মনে ॥ ভ্রমরী ভ্রমর, উড়ে নিরন্তর, গুন২ ধ্বনি করে। পিকগণ ডাকে, বিরহী চমকে, ধৈরজ ধরিতে নারে ॥ সুশীতল জল, তাহে শতদল, করিয়াছে বন শোভা পদ্ম প্রস্ফুটিত, অতি সুললিত, অলিগণ তাহে লোভা ॥ রবির কিরণ, নাহি দরশন, পল্লবে বেষ্টিত আছে। দেবগণ স্থান ধীর সমীরণ, মন্দ মন্দ বহিতেছে ॥ বিহঙ্গম সব, করে কলরব, শুনিতে সুন্দর অতি। বকগণ চরে, সদা বক বকে, হইয়া আনন্দ মতি ॥ পক্ষী টুনটুনি, করে কিচিমিচি, ডাহুক ডাহুকী ডাকে। ময়ূরী ময়ূরে, সদা নৃত্য করে, অহর্নিশি তথা থাকে ॥ কাকাতুয়া চন্দনা, শালিকী ময়না, পানকৌড়ি কাদাখোঁচা। সুরি টিয়া কত, থাকে

অবিরত, আর নানা জাতি পেঁচা ॥ হাড়গেলা চীল, করে কিলং শীকরা সয়চান তায়। হংস হংসী সুখে, মনের কৌতুকে, বারি মধ্যেতে খেলায় ॥ কাটঠুকরিয়া, পক্ষী ছাতারিয়া, চাতক চাতকী সঙ্গে। বাদড়িয়া ফিঙ্গা, চরে মাছরাঙ্গা, দলপাপী মনোরঙ্গে ॥ সারস চকোর, দেখিতে সুন্দর, হিঙ্গুল বরণে পাখী। দয়েল বুলবুলি, সদা করে বুলি, হইয়া মনেতে সুখী ॥ বৃক্ষগণ আর, বিবিধ প্রকার, আছে সেই রম্যস্থলে। গুবাক কাঁঠাল, আম্র যাম তাল, করমচা তেঁতুল শাল ॥ দাড়িম্ব খাজুর, কদলি প্রচুর, আতা নোনা আমলকি। বাদাম মাদার, হাজারে হাজার, ফলিয়াছে হরীতকী ॥ বঁউচি অতঙ্গি, পড়াশি ভুরেঙ্গি, পিয়াত্তি শিঙ্গা গাম্ভারি। আমড়া বহেড়া, পর্ণাস সেহড়া, আছে তথা সারি সারি ॥ কাফল করন্দি, চাকুন্দ্যা সহিন্দি, গোরক্ষ নিম্ব নিষিন্দা। পলাস বর্দায়, বর্ণিবারে নারি, টেউড়ী টবাকসুন্দা ॥ পারুল শিরিষ, নাহি দিশপিশ, শিমুল পিস্তরা নাটা। অশ্বথ পীলাশ, বেল আনারস, ধনীচা কুক্কুরছিটা ॥ ছাতিম চালিতা, পুন্নাগ শিলিতা, কুরকুচি কুচইলতা। খদিরলবঙ্গ, আর কামরঙ্গ, শতমূলী তরুলতা ॥ বনের সৌন্দর্য্য, হেরিয়া আশ্চর্য্য, হইলেন নৃপবর। যাইতেং, অরণ্য মধ্যেতে, দেখে এক সরোবর ॥ তাহার নিকটে নানা পুষ্প ফুটে, রসায় ঋষির মন। বিরহিণীগণ, হয় অচেতন, যদি করে দরশন ॥ গোলাপ টগর, কুন্দ নাগেশ্বর, পারুল কেতকী জাতি। মোহনমল্লিকা, বেল সেফালিকা, চম্পকে করিছে জ্যোতি ॥ করবী করালী, রঙ্গণ চামেলি, রজনীগন্ধা বকুল। মাধবী সুন্দর, কমলি বিস্তর, হেরিয়া প্রাণ আকুল ॥ অশোক কিংশুক, গন্ধ

রাজ বক, অতসী অপরাজিতা। সূর্য্যমুখী ঝাঁটী, অতি পরিপাটি, কৃষ্ণকলি রাধালতা॥ যাকস ধুতুরা, কিবা মনোহরা, শোভিছে গান্দা দোপাটি। জবা নীলপদ্ম, আর শ্বেতপদ্ম, স্থলপদ্মে শোভে মাটী॥ দুই জনে গিয়া তথায় বসিয়া, পথশ্রান্ত হৈল শেষ। ক্ষণকাল বসি, বলিল সন্ন্যাসী, এখানে থাক নরেশ॥ তোমার কারণ, করি পর্য্যটন, ফল আনি দিব আমি। রাণী খাইলে ফল, হবে ফলাফল, বংশধর পাবে তুমি॥ সন্ন্যাসী বচন, শুনিয়া রাজন, সেইখানে বসি রহে। নৃপতিরে বলে, গেল তবে চলে, তার বাক্য মিথ্যা নহে॥ ফল করে করি, নৃপ বরাবরি, আইলেন দিগম্বর। ধর ধর ফল, বিলম্বে কি ফল, গৃহেতে যাহ সত্বর॥ রাণীরে এ ফল, দিবে মহাবল, ঋতুমতী হইলে পর। তিন দিন গেলে, ভক্ষণ করিলে, ইথে হবে প্রতিকার॥ ফল করে দিয়া, অন্তর্দ্ধান হৈয়া, সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। তাহারে না দেখি রাজা মনোদুঃখী, অন্তরে ব্যাকুল হল॥ হায় হায় কি করিলাম, সর্ব্ব দিগ মজাইলাম, সামান্য ফলেতে করি আশা। বহু রত্ন পরিহরি, কাঁচেতে যতন করি, মিছামিছি অনিত্য ভরসা॥ যদি চতুর্ব্বর্গ চাই, অনা য়াসে তাই পাই, পুত্র আশে সব গেল দূর। সিদ্ধ সেই দিগম্বর, আমারে দিতেন বর, দয়া করি সন্ন্যাসী ঠাকুর॥ কিছু না দেখি উপায়, মগ্ন হইয়া চিন্তায়, অবশেষে আইলেন ঘরে। রাণী হইল ঋতুমতী, শুনি রাজা হৃষ্ট অতি, সেই ফল দিল তার করে॥ রাণীরে কহে ভূপাল, শীঘ্র করি খাও ফল, ইথে হইবেক শুভফল। তখনি খাইল রাণী, ফলে ফল হবে জানি, সেই ফলে পাইলেন ফল॥ গর্ভবতী হল রাণী, লোকে করে কাণাকাণি, পুলকে

পুলকিত সর্ব্বজনা। মনে হয়ে হরষিত, করে বেদ বিধিমত, পূর্ব্বাপর আছয়ে যেমন ॥ তরে দশমাস গেলে, রাজা রাণী হেনকালে, প্রসবেন বংশধর। কর্ণে শুনিয়া ভূপতি, চলিলেন শীঘ্র গতি, প্রফুল্লিত হয়ে অন্তর ॥ হেরি রাজ পুত্রমুখ, রাজা পাইল সুখ, পূর্ব্ব দুঃখ সব পাসরিল। এই পাঁচালী প্রবন্ধে, নানা বিধী বন্ধ ছন্দে, হীন সীতা নাথ বিরচিল ॥

পয়ার। দেখিয়া পুত্রের মুখ চিন্তিত রাজন। বলে আমি হেন রূপ না দেখি কখন ॥ সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ কি দিব তুলনা। ধরাতলে ইহার সঙ্গে না হয় তুলনা ॥ আহ্লাদিত হইয়া রাজা দ্বিজে দেয় দান। যতেক ব্রাহ্মণ গণে করেন কল্যাণ ॥ প্রজাগণ হইল সবে আনন্দ অপার সুখের সাগরে তারা ভাসে অনিবার ॥ দিনেং বাড়ে শিশু যেন চন্দ্রকলা। ছয় মাসের যখন হইল রাজ-বালা ॥ অন্নপ্রাসন তাঃ দিলেন তখন। ব্রাহ্মণ কুটম্ব গণে করাইল ভোজন ॥ আচার্য্য আনিয়া রাশি করিল গণন। গণন করিয়া নাম রাখিল রঞ্জন ॥ পঞ্চম বৎসর যবে বয়ঃক্রম হইল। পণ্ডিত আনিয়া বিদ্যা শিখাইতে দিল ॥ শিক্ষকের কাছে তারে কৈল সমার্পণ। এক মনে নানাশাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন ॥ অল্প দিনে বহু শাস্ত্রে হইল পণ্ডিত। অস্ত্র শিক্ষা ধনুর্ব্বিদ্যা রাজার যে নীত ॥ নিত্যং মৃগয়া করিতে যায় বনে। বড়ং কুরঙ্গ শরেতে বিন্ধি আনে ॥ পরাক্রম দেখি তার সবে চমৎকার। আহ্লাদে সন্তোষ হইল শত্রু পাইল ডর ॥ দেখিয়া পুত্রের গুণ রাণী অকেমন। সতত নিকটে রাখে করিয়া যতন ॥ তিল আধ না দেখিলে রহিতে না পারে। সর্ব্ব দুঃখ পাসরিল হেরিয়া কুমারে ॥ এই রূপ করিয়া কতেক দিন

যায়। পরে পাত্র পুত্র সঙ্গে হইল প্রণয়॥ দুই জনে এক ঠাঁই শয়ন ভোজন। মনের আনন্দে করে নগর ভ্রমণ॥ গ্রামের যতেক লোক ঘোষে তার যশ। রঞ্জনের গুণেতে সকলে হৈল বশ॥ বিবাহের যোগ্য পুত্রে দেখি নৃপবর। রাণীর নিকটে গিয়া কহিছে সত্বর॥ শুনহ প্রেয়সী শুন আমার বচন। রঞ্জনের বিভা দিতে করেছি মনন॥ রাণী কহে ইহা হইতে কি আছে আহ্লাদ। পুত্রের বিবাহ দিতে কার নাহি সাধ॥ পরম সুন্দরী কন্যা তল্লাস করিয়া। তার সঙ্গে রঞ্জনের দেহ তবে বিয়া॥ ঘটক পাঠাও রাজা নানা স্থানে স্থান। মনোযোগ করি করে কন্যার সন্ধান॥ আহ্লাদিত মনে রাজা বাহিরে আইল। কিঙ্কর পাঠায়ে ঘটক আনাইল॥ নৃপবর কহিছেন ঘটকের প্রতি। কন্যা অন্বেষণ হেতু যাও শীঘ্রগতি॥ রঞ্জনের বিভা দিব নাহিক সন্দেহ। পরম সুন্দরী কন্যা সন্ধান করহ॥ শুনিয়া ঘটক তবে হইল বিদায়। যথা তথা কন্যার সন্ধানেতে বেড়ায়॥ সেই স্থানে পাত্রের কুমার বসিছিল। আসিয়া রঞ্জন কাছে সব নিবেদিল॥ শুনিয়া এসব কথা রাজার কুমার। বিষণ্ণ বদনে তবে করিল উত্তর॥ এই কথা কহ গিয়া পিতার সদন। এখন বিবাহে মোর নাহি প্রয়োজন॥ পাত্র পুত্র গিয়া তবে রাজসন্নিধান। রাজার নিকটে সব করে নিবেদন॥ রঞ্জনের কথা শুন রাজা মহাশয়। এখন বিভা করিতে তাঁর মত নয়॥ রাজা বলে বল দেখি কি সের কারণ। বিবাহেতে অসম্মত হইল রঞ্জন॥ পাত্রের নন্দন বলে আমি নাহি জানি। তাহারে আনিয়া জিজ্ঞাসহ নৃপমণি॥ পুত্র আনাইয়া রাজা কাছে বসাইল। রঞ্জনের প্রতি নৃপ জিজ্ঞাসা করিল॥ কহ পুত্র বিবা-

করি তাঁহার কারণে॥ পাত্রপুত্র বলে সখা স্থির কর মতি। অবশ্য মিলাব আনি সেই গুণবতী॥ মনের সকল দুঃখ কর সম্বরণ। উতলা হইলে কর্ম্ম না হবে সাধন॥ দুই জনে চল যাই কন্যা অন্বেষিতে। সুযোগ সংযোগ এস করি বিধিমতে॥ দিয়াছে আশয় যদি আর কোথা যায়। কর্ণাটে যাইলে হবে উপায়॥ মন্ত্র গার বলে তারে অবশ্য মিলাব। সমুদ্র সিঞ্চন করি রতন আনিব॥ মাণিক লইব সর্পে করিয়া ভণ্ডন। ত্যজহ মনের খেদ হবে সংঘটন॥ এই রূপ মন্ত্রণা করয়ে দুই জন। রচিল শ্রীসীতানাথ কামিনীরঞ্জন॥

ত্রিপদী। মীনকেতু নামে ব্যাধ, লয়্যা সাতনালা ফাঁদ, অরণ্যেতে করিয়া গমন। করে করি তীক্ষ্ণ শর, ভ্রমে ব্যাধ নিরন্তর, নানা জাতি পক্ষীর কারণ॥ নিত্য বিহঙ্গম ধরে, বহু প্রাণি হত্যা করে, দারা পুত্রে করিতে পালন। গিয়া পক্ষের তল্লাসে, এক দিন দৈবদোষে, না মিলল পশু পক্ষী গণ॥ মনেতে অতি কাতর, দুঃখ ভাবে নিরন্তর, অদ্য কিছু না দেখি উপায়। দারা পুত্র পরিবার, ক্ষুধায় হল কাতর, আহার বিহনে প্রাণ যায়॥ অস্থির হইল প্রাণে, ভ্রমিতেং বনে, বসিলেক বটবৃক্ষ তলে। বিবিধ মত প্রাকারে, আপনারে নিন্দা করে, এত দুঃখ আমার কপালে॥ সেই বৃক্ষের উপর, শারী শুক নিরন্তর, পরম সুখেতে করে বাস। ব্যাধের শুনিয়া কথা, মনেতে পাইল ব্যথা, শারী বলে সর্ব্বনাশ॥ কহিছে শুকেরে শারী, ব্যাধ নিত্য পক্ষী মারি, পরিবারে করয়ে পালন। পশু পক্ষী না পাইয়া, অন্তরে কাতর হইয়া, আপনারে করিছে নিন্দন॥ শুক বলে শারী শুন, এই ব্যাধ অভাজন, নিত্য করে প্রাণিবধ পাপ। নাহি

করে ধর্ম্মভয়, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কায়, আজি পাইয়াছে মনস্তাপ॥ অতিথি হয়েছে আসি, রহিবেক উপবাসী, কেমনেতে ধরম রহিবে। করি অতিথি সেবন, হবে পুর্ণ উপার্জ্জন, পরকাল নিস্তার হইবে! শুক কহে ব্যাধ প্রতি তুমি অতি মূঢ়মতি, পাপকর্ম্মে নাহি কর ভয়॥ নির্ভয়েতে প্রাণি[illegible] নাহি মান উপরোধ, তব সম পাপী কেহ নয়॥ করিলে অধিক পাপ, মনে পাবে পরিতাপ, পরকালে না পাবে নিস্তার। অনিত্য বিষয় বিষে, বদ্ধ হলে মায়াফাঁসে, ভাবি দেখ কেহ নহে কার॥ আমার বচন ধর, পশু পক্ষী নাহি মার, অদ্যাবধি দুঃখ তব শেষ। চল আমা দোঁহে লয়ে, রাজার নিকটে কয়ে, তোমারে হে করিব ধনেশ॥ পক্ষীর বচন শুনি, ব্যাধ সবিস্ময় গণি, পক্ষী প্রতি কহিতে লাগিল। তোমার কি গুণ আছে, বলহ আমার কাছে, ধনে মোরে তুষিবে ভুপাল॥ ব্যাধের ভারতী শুনি, শুক তারে বলে বাণী, মিথ্যা নহে আমার বচন। যদি আমি মনে করি, অনাসে বলিতে পারি, ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান॥ এত বলি শুক শারী, গেল তার বরাবরি, ধরা দিল আপন ইচ্ছায় উভয়েরে হাতে করি, চলে ব্যাধ ত্বরাত্বরি, ধরাপতি আছয়ে যথায়॥ হেথায় রাজনন্দন, আশ্চর্য্য দেখি স্বপন, মন মধ্যে গণিয়া হুতাশ। রাজার বাটীর কাছে, উত্তম উদ্যান আছে, মন্দ মন্দ বহিছে বাতাস॥ চঞ্চল হইয়া মনে, যায় সেই রম্য বনে, বিকরেতে হইয়া কাতর। সেই রমণীর ভাব, হৃদয়ে লেগেছে ভাব, ভাবে সদা নাহি ভাবান্তর॥ ব্যাধ শারী শুক লয়ে, চলে অতি দ্রুত হয়ে, হৃষ্ট মনে রাজা সন্নিধানে। রঞ্জন দেখিয়া পাখী, ব্যাধেরে কহিছে ডাকি, আন পক্ষীগণ

বন স্থানে ॥ রাজপুত্র কহে তারে, কোথা পাইলে পক্ষী বরে, সত্য করি বলহ আমায়। এমন সুন্দর পাখী, ত্রিভুবনে নাহি দেখি, মূল্য লয়ে দেহ হে ত্বরায় ॥ ব্যাধ কহে বিস্তারিয়া, অরুণ্য মধ্যেতে গিয়া, অদ্য পশু পক্ষী নাহি দেখি। দারা পুত্র পরিবার, ক্ষুধায় হৈল কাতর, সেই দুঃখে হইলাম দুঃখী ॥ পশু পক্ষী [illegible]াসিতে, বট বৃক্ষের তলাতে, শ্রমবশে বসিয়া তথায় ॥ সেই বৃক্ষের উপর, ছিল দুই খগবর, দয়া কৈল দেখিয়া আমায় ॥ কহিলেক শুক শারী, আমারে ভৎর্সনা করি, তুমি বড় হও পাপাশয়। ধর্ম্মপথে নাহি মন, পক্ষিবধ অনুক্ষণ, পরকালে কি হবে উপায় ॥ পশু পক্ষী নাহি বধ, শুনরে অবোধ ব্যাধ, লয়ে চল রাজার সদন। যাইলে রাজার ধামে, সিদ্ধি হবে মনস্কাম, মম বাক্যে পাবে নানা ধন ॥ নিষাদ বচন শুনি, রঞ্জন কহিছে বাণী, বিক্রয় করহ পক্ষী মোরে। দিয়া বহুরত্ন ধন, তুষিব তোমার মন, ইথে দুঃখ না ভাব অন্তরে ॥ শুক তবে হেনকালে, রঞ্জন নিকটে বলে, লক্ষ মুদ্রা ব্যাধে দেহ দান। স্বীকার করেছি আমি, অন্যথা না কর তুমি, ধন দিয়া রাখ মম মান ॥ পক্ষির শুনি বচন, সবিস্ময় হয়ে মন, খগবরে করে সম্ভাষণ। কহ পক্ষী মোর কাছে, তোমার কি গুণ আছে, ব্যাধেরে যে দিব এত ধন ॥ শুক বলে মহাশয়, নিবেদি তোমার পায়, ভুত ভবিষ্যৎ আমি জানি। যাহা জিজ্ঞাসিবে তুমি, সকল বলিব আমি, লক্ষ মুদ্রা ব্যাধে দেহ আনি ॥ বিস্ময় হয়ে অন্তরে, লক্ষ মুদ্রা দিয়া তারে, পক্ষী লয়্যা করিল গমন। সীতানাথ দত্ত ভণে, শুনহ সকল জনে, কালীপাদপদ্মে রাখি মন ॥

পয়ার। রঞ্জন পাইয়া পক্ষী হরিষ অন্তরে। রাখিল যতন করি সুবর্ণ পিঞ্জরে॥ নানা শাস্ত্র জিজ্ঞাসা করয়ে শুক স্থানে। পরম পণ্ডিত শুক কহে ততক্ষণে॥ শুক মুখে ইতিহাস করেন শ্রবণ। শুনিয়া সন্তুষ্ট হয় রাজার নন্দন॥ প্রাণ হইতে অধিক পক্ষিরে ভালবাসে। যখন করয়ে যাহা শুকেরে জিজ্ঞাসে॥ এক দিন রঞ্জন পক্ষির প্রতি বলে। আমার মানস পূর্ণ হবে কত কালে॥ গণিয়া ইহার তুমি করহ নির্ণয়। বিস্তারিয়া সব কথা বলহ আমায়॥ ক্ষণেক কাল মধ্যেতে করিয়া গণন। রঞ্জন নিকটে পক্ষী করে নিবেদন॥ স্বপনেতে কন্যা এক করি দরশন। সেই অবধি বিচলিত হইল তব মন॥ তব কাছে সে ধনী পরিচয় দিয়াছে। সেই সুবদনী রামা কর্ণাটেতে আছে॥ মনোমোহন সুতা তার নাম কামিনী। তব আশে শিব পূজা করে সেই ধনী॥ সেখানে যাইবে তার সয়ম্বর হলে। সেই ধনী বরমাল্য দিবে তব গলে॥ তোমার মানস এই হয় কি না হয়। সত্য করি আমারে বলহ মহাশয়॥ শুনিয়া শুকের বাক্য রঞ্জন তখন। সবিস্ময় মানি মনে বলয়ে বচন॥ সত্য বটে তব কথা কিছু মিথ্যা নয়। সে রমণী এই বাণী দিল পরিচয়॥ কত দিনে মিলন হইবে তার সনে। মম মন স্থির নয় সেই নারী বিনে॥ পাবে কি না পাব তারে কহ সবিশেষ। সে রূপ দর্শনে হৈল মম প্রাণ শেষ॥ দিবা নিশি সেই রূপ হৃদয়েতে জাগে। বৃক্ষগণ শুষ্ক হয় যেমন নিরাগে॥ বারি ছাড়া হইলে মীন বাঁচে কত ক্ষণ। মণি হারা ফণী হয়ে রেখেছি জীবন॥ দিবা নিশি নাহি জ্ঞান হেরিয়া তাহায়। কত দিনে সেই রত্ন মিলিবে আমায়॥ শুক বলে মম

াক্য শুন মহাশয়। কিছু দিনান্তরে তারে পাইবে নি
চয়। ধৈর্য্যের অঙ্কুর দিয়া মন করহ বন্ধন। মনোদুঃখ পরি
হরি স্থির কর মন॥ আমি এক ইতিহাস কহিব তো-
মার। শুকসেন কেশিনীরে প্রাপ্ত যেন হয়॥ পাটনা
সহরে এক ছিল নৃপবর। সর্ব্বগুণে গুণী সেই বিখ্যাত
সংসার॥ প্রজার পালন করে পুত্রের সমান। বিচার
করয়ে নিত্য হয়ে সাবধান॥ প্রজাগণ সবে সুখী নাহি
পাপাচার। প্রতি ঘরে নৃত্য গীত হয় অনিবার॥ সম
য়েতে হয় জল শস্যাদি প্রচুর। দেখিলে রাজ্যের শোভা
তাপ যায় দুর॥ পরম সুখেতে রাজ্য করেন রাজন।
শুকসেন নামে তার কনিষ্ঠ নন্দন॥ সকল সন্তান হইতে
ভাল বাসে তারে। রাজা হইল কালপ্রাপ্ত কিছু দিনা-
ন্তরে॥ মরণ সময়ে তবে সেই নৃপবর। কনিষ্ঠ পুত্রেরে
তবে ডাকিল সত্বর॥ মনোহর বাক্স এক ছিল তার স্থান
সেই বাক্স শুকসেনে করিলেন দান॥ কিছু দিন তিন
ভ্রাতা একত্রেতে ছিল। দ্বন্দ্ব করি পরস্পর সতন্তর হৈল॥
শুকসেন সেই বাক্স খুলিয়া তখন। উত্তম তসবির এক
কৈল দরশন॥ কেশিনীর প্রতিমূর্ত্তি আছয়ে তাহায়। হে
রিয়া তাহার মন স্থির নাহি হয়॥ কেমনে পাইব কন্যা
ভাবে অহর্নিশি। দেহে নাহি থাকে প্রাণ বিনে সে রূ-
পসী॥ তার ভাব ভেবে সদা ক্ষীণ হল অতি। বিরহ
অনলে দাহ করে দিবা রাতি॥ কিছুতে নিবৃত্ত নাহি
হয় সে আগুণ। বারিতে না যায় জ্বালা বাড়য়ে দ্বিগুণ॥
দুঃখের সাগরে ভাসে নাহি পায় কূল। বাঁচে তবে সেই
সুবদনী দিলে কুল॥ পুরাতন মন্ত্রী এক ছিল তার
কাছে। আদ্য অন্ত বিবরণ তাহারে কহিছে॥ শুন
হে মন্ত্রিবর আমার বচন। আশ্চর্য্য চিত্র এক করিয়

দর্শন॥ কেশিনীর প্রতি মূর্ত্তি আছয়ে তাহায়। জান হয় যেন রূপ নাহিক ধরায়॥ অরং হল প্রাণ না হেরে তাহারে। প্রবোধ বচনে মন ধৈর্য্য নাহি ধরে॥ উপায় করহ শীঘ্র বিলম্ব না সয়। না হল তাহার সঙ্গ কিসে প্রাণ রয়॥ মন্ত্রিবর বলে তারে আশ্বাস করিয়া। সেই দেশে যাব আমি তসবির লইয়া॥ তোমার চেহারা এক করি চিত্রপটে। লয়ে যাব সেই দেশে তাহার নিকটে॥ মন্ত্রণার বলে তারে মিলাব নিশ্চয়। কি আছে সন্দেহ ইথে করিব উপায়॥ রাজপুত্রের চেহারা করিয়া লিখন সেই দেশে মন্ত্রিবর চলে ততক্ষণ॥ শ্রীগুরুর পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ। রচিল শ্রীসীতানাথ কামিনীরঞ্জন॥

লঘুত্রিপদী। বিষন্ন বদনে, যায় সেই স্থানে, যেখানে কেশিনী আছে। ছাড়ি নানা দেশ, গেল অবশেষ, কাশীর রাজার কাছে॥ সে রাজকুমারী, কেশিনী সুন্দরী, নাহি হয় সয়ম্বর। যৌবন সময়, হইল উদয়, ভাবে ধনী নিরন্তর॥ মন্ত্রিবর গিয়া, প্রণাম করিয়া, দাণ্ডাইল করপুটে। দেখিয়া রাজন, করি সম্ভাষণ; বসিতে কহে নিকটে॥ নৃপবর বলে, অতি কুতূহলে, বসতি কর কোথায়। কিবা নাম ধর, কোন কার্য্য কর, বিশেষ কহ আমায়॥ হেথা আগমন, হইল কি কারণ, মনেতে কি আশা করি। বলহ আমায়, করিব উপায়, কৃত সাধ্য যাহা পারি॥ বলে মন্ত্রিবর, ওহে নরেশ্বর, আমার বচন শুন। পাটনাতে বাস, নিত্য করি বাস, চিত্র করিতে নিপুণ॥ অন্য কর্ম্ম নাই, ঐ ব্যাবসাই, দিবা নিশি চিত্র লিখি। করি পর্য্যটন, কার্য্যের কারণ, ভাল ঠাই পাইলে থাকি॥ শুনিয়া রাজন, কহিছে তখন, শুন ওহে চিত্রকর। যদি লয় মতি, আমার বসতি, থাক তুমি

নিরন্তর ॥ চিত্রকাব্য যত, কর অবগত, তাহাতে মা-সিক পাবে। আমার সদন, থাক সর্ব্বক্ষণ, মানস সফল হবে ॥ রাজার বচন, শুনিয়া তখন, মন্ত্রী সবিনয়ে বলে তোমার আজ্ঞায়, রহিব হেথায়, যদি অনুগ্রহ কৈলে ॥ ডাকি ভৃত্যগণ, বলেন রাজন, দেহ বাসা চিত্রকরে। উদ্যান আমার, অতি চমৎকার, রাখ লইয়া তথাকারে রাজার বচনে, যত দাসগণে, সঙ্গে করি লইয়া যায়। উদ্যান ভিতরে, অট্টালিকাপরে, সেই স্থানে মন্ত্রী রয় ॥ চেহারা লিখন, করে অনুক্ষণ, আশ্চর্য্য দেখয়ে যাহা। রাজার ভবন, গিয়া ততক্ষণ, রাজারে দেখায় তাহা ॥ হৃষ্ট হয়ে অতি, সেই নরপতি, পুরস্কার করে তারে। নানা রত্ন ধন, রজত কাঞ্চন, পায় রাজার গোচরে ॥ উদ্যান ভিতর, থাকে মন্ত্রিবর, চিন্তায় চিন্তিত মন। উদ্যানের কাছে, অট্টালিকা আছে, সেই কেশিনী ভবন ॥ রাজার দুহিতা, হয়ে হরষিতা, সখীগণ প্রতি কন। চল উদ্যানেতে, যাই বেড়াইতে, হইয়াছে মম মন ॥ শুনি সখীগণ, চলে ততক্ষণ, মনে হয়ে হরষিত। গিয়া সেই বনে, ভ্রমে নানা স্থানে, মনো মধ্যে পাইয়া প্রীত ॥ যায় সরোবরে, জলক্রীড়া করে, বস্ত্র রাখি কিনারায়। অতি সঙ্গোপন, সেই রম্য বন, সেখানে কেহ না যায় ॥ সকলে মিলিয়া, কূলেতে উঠিয়া, নিজ নিজ বস্ত্র পরে। কেশিনী সুন্দরী, সঙ্গে সহচরী, ভ্রমিছে বন ভিতরে ॥ রাজবাটী হইতে, মন্ত্রী সেই পথে, চলে আপনার স্থান। হঠাৎ দর্শন, করি নারীগণ, ত্রাসেতে ত্রাসিত মন ॥ মন্ত্রিবরে দেখি, বলে যত সখী, শুনহ রাজনন্দিনী। এই উদ্যানেতে, পুরুষ কিরূপেতে, আইল তাহা নাহি জানি বলিছে কেশিনী, শুনহ সঙ্গিনি, বার্ত্তা কহ ইহার। এই

রম্য বনে, কিসের কারণে, তদন্ত জানহ তাহার ॥ বলে সখীগণ, মন্ত্রীর সদন, এখানে কি মনে আসা। তুমি কোন জাতি, কোথায় বসতি, আমরা করি জিজ্ঞাসা ॥ শুনি মন্ত্রিবর, কহে তদন্তর, শুনহ আমার বাণী। পাটনায় ঘর, আমি চিত্রকর, চিত্র করিবারে জানি ॥ এ দেশে আসিয়া, নৃপ স্থানে গিয়া, করিলাম সম্ভাষণ। শুনি নৃপমণি, কহিলেন আপনি, কি নিমিত্তে আগমন ॥ বলি পরিচয়, কর্ম্মের আশয়, রাজ অনুগ্রহ হইল। এই রম্য বন, থাকি অনুক্ষণ, নৃপতি আদেশ কৈল ॥ চিত্রকর শুনি, রাজার নন্দিনী, কহিছে তারে সত্বর। কর চিত্র যত, আমারে সতত, দিতে হবে চিত্রকর ॥ শুনি মন্ত্রিবর, হরিষ অন্তর, বলে বিনয় বচনে। যে আজ্ঞা তোমার, সম্মত আমার, দিব চিত্র তব স্থানে ॥ আমার সদন, সখী এক জন, নিত্যহ পাঠাইবে। চিত্র দিব আমি, বাটী যাহ তুমি, সখী হইতে ইহা পাবে ॥ চলিল কেশিনী, সঙ্গেতে সঙ্গিনী, আইল আপন আলয়। মনের হরিষে, আপনার বাসে, সতত আনন্দে রয় ॥ ভদ্রকালী ধাম, সীতানাথ নাম, রসিক মাঝে সুজন। দৈত্যকুলে স্থিতি, সেই মহামতি, রচিল কামিনীরঞ্জন ॥

পয়ার। মন্ত্রীর নিকটে নিত্য গিয়া সখীগণ। উত্তম তসবির আনে কেশিনী সদন ॥ দেখিয়া চিত্রের শোভা রাজার নন্দিনী। মনঃসুখে নিরীক্ষয় দিবস রজনী ॥ বহুমত প্রশংসা করিয়া মন্ত্রিবরে। আনন্দিত মনে তারে পুরস্কার করে ॥ উত্তম চেহারা মন্ত্রী যত দেখি ছিল। লিখিয়া কেশিনী কাছে পাঠাইয়া দিল ॥ শুকসেনের আশা পুরাব কেমনে। এরূপ ভাবনা মন্ত্রী করে রাত্রি দিনে ॥ এক দিন চিত্রকর রহিয়াছে বসি। তসবির

লইতে গেল কেশিনীর দাসী॥ মন্ত্রীর নিকটে দেখি বাক্স মনোহর। জিজ্ঞাসা করিল হয়ে সরস অন্তর॥ কহ চিত্রকর ওহে ইহাতে কি আছে। মিথ্যা বাক্য না কহিবে আমাদের কাছে॥ শুনিয়া সখীর কথা কহে চিত্রকর। উত্তম চেহারা আছে ইহার ভিতর॥ অমূল্য চিত্রের মূল্য কেবা দিতে পারে। জ্ঞান হয় হেন রূপ নাহি ধরাপরে॥ তোমাদের না দেখাব এ পট সুন্দর। আমার প্রতিজ্ঞা এই শুনহ সত্বর॥ চিত্র দেখিবারে যদি চান রাজনন্দিনী। তাহার নিকটে লইয়া যাইব আপনি॥ আত্মসম হন তিনি নাহিক অন্যথা। অনুমতি হলে পট লইয়া যাব তথা॥ শুনিয়া মন্ত্রীর বাক্য যত সখীগণ। কেশিনীর নিকটেতে করিল গমন॥ শুন ঠাকুরাণী মোরা করি নিবেদন। উত্তম চেহারা আছে চিত্রকর স্থান॥ বাক্স ভিতরে রাখিয়াছে যত্ন করি। কেন নাহি দেখাইল বলিতে না পারি॥ কহিল দেখাবার যোগ্য তোমরা নয়। যোগ্যপাত্র হইলে তারে দেখাব নিশ্চয়॥ সখীর বচন শুনি কেশিনী কহিছে। দেখিব কেমন চিত্র চিত্রপটে আছে॥ আমাকে কি দেখাইবে চিত্র মনোহর। কহ সহচরীগণ তরন্ত ইহার॥ শুনিয়া কেশিনী বাক্য যত সখীগণ। বিনয় পূর্ব্বকে তারে করে নিবেদন॥ তোমাকে দেখাবে পট নাহিক অন্যথা। আজ্ঞা হৈলে চিত্রকর আনিবেক হেথা॥ আমাদের হস্তে নাহি দিবে কদাচন। যোগ্যপাত্রে দিবে পট করিয়াছে পণ॥ শুনিয়া সখীর বাক্য কহিছে সুন্দরী। কেমনেতে পুরুষ আসিবে অন্তঃপুরী॥ শুনিয়া তাহার কথা যত সহচরী। ব্যগ্র হইয়া বলিছে কেশিনী বরাবরি॥ মাতৃ সম্বোধন তোমার

করেছে সে জন। বাধা কি আসিতে ইথে তোমার ভবনে বিশেষে হয়েছে বৃদ্ধ তাহে চিত্রকর। সে জন আইলে হেথা ক্ষতি কি তোমার॥ যদি অনুমতি তুমি করহ তাহায়। পট লয়ে আসিবেক তোমার আলয়॥ শুনিয়া সখীর বাণী রাজার দুহিতা। তাহাদের প্রতি কহে হয়ে হরষিতা॥ যা কহিলে সখীগণ কিছু মিথ্যা নয়। না আছে সন্দেহ আইসে আমার আলয়॥ যাহ সহচরী ত্বরা করি সেইখানে। কন্য দেন সেই পট আনে মম স্থানে॥ যত মূল্য হয় ইহা কিনিব নিশ্চয়। বল গিয়া তার কাছে আনিতে হেথায়॥ কেশিনীর বাক্যে সখীগণ আনন্দিত। মন্ত্রীর নিকটে গিয়া হইল উপনীত॥ সহচরীগণ কয় চিত্রকর প্রতি। চিত্র সঙ্গে চল ঠাকুরাণীর অনুমতি॥ বাসনা হয়েছে তাঁর সে পট দেখিতে। আজ্ঞা করিলেন তিনি সেখানে যাইতে॥ উচিত যা মূল্য হয় দিবে ঠাকুরাণী। সেই চিত্রপট লয়ে চাহ আপনি॥ শুনি সহচরীর কথা মন্ত্রিবর ভাবে। এত দিনে বুঝি তার আশা পূর্ণ হবে॥ শুকসেনের চেহারা লইয়া মন্ত্রিবর। কেশিনীর নিকটেতে চলিল সত্বর॥ চিত্রকর দেখিয়া সে রাজার নন্দিনী। আসন আনিতে আজ্ঞা দিলেন আপনি॥ আজ্ঞা মাত্র সখী তবে আসন আনিল। সমাদর করি চিত্রকরে বসাইল॥ কেশিনী সুন্দরী কহে চিত্রকর কাছে। উত্তম তসবির এক তব স্থানে আছে॥ সেই চিত্রপট দেখিবারে বাঞ্ছা করি। মূল্য লয়ে দেহ মোরে কর না চাতুরি॥ কেশিনীর বাক্য শুনি সন্তোষ তখন। চিত্রপট দিল সেই রমণী সদন॥ চিত্র দেখি মূর্চ্ছাপন্না হইল কেশিনী। অধৈর্য্যা হইল মুখে নাহি সরে বাণী॥ চিত্রপট বেচিবেক কতেক মূল্যেতে। সত্য করি বল

ইহা আমার সাক্ষাতে।। শুনিয়া তাহার কথা কহে অন্ত্রিরায়। লক্ষ মুদ্রা দিলে পরে দিব গো তোমায়।। সহচরীগণে ডাকি কহিছে সুন্দরী। লক্ষ মুদ্রা আনি ইহায় দেহ ত্বরা করি।। তঙ্কা লইয়া পট দিয়া করিল গমন। রচিল শ্রীসীতানাথ কামিনী রঞ্জন।।

লঘুত্রিপদী। রাজার নন্দিনী, চির বিরহিণী, দেখিয়া উত্তম চিত্র। তারে কবে পাব, সুখেতে বঞ্চিব, উচাটন হৈল চিত্ত।। কত দিনে বিধি, মিলাবে সে নিধি, ঐ চিন্তা সর্ব্বক্ষণ। বাসের বাসনা, না করে বাসনা, জ্বলিল বিরহাগুণ।। কহিছে কেশিনী, শুন লো সঙ্গিনি, মম প্রাণ বাঁচা ভার। এ সুখ ঐশ্বর্য্য, হইল অসহ্য, ধৈর্য্য নাহি মানে আর।। শয়নে স্বপনে, পড়ে তারে মনে, কিছুতে না পাই সুখ। দিবস শর্ব্বরী, চিত্র হাতে করি, বিদরিয়া যায় বুক।। গোলাপ চন্দন, করে জ্বালাতন, বসনে দ্বিগুণ বাড়ে। কোকিলের ধ্বনি, বজ্র সম গণি, ধনী ধরাতলে পড়ে।। দুঃখ কব কায়, প্রাণ জ্বলে যায়, জুড়াবার নাহি স্থান। হল একি দায়, না দেখি উপায়, জ্বলাইল ফুলবাণ।। অলিগণ রবে, প্রাণ নাহি রবে, নীরবে ভাবিছে বসি। উত্তম বিননী, দংশে যেন ফণী, কাল শরদের শশী।। কর্পূর তাম্বূল, করে প্রাণাকুল, কিছুতে না হয় ক্ষান্ত। মলয়া পবন, দহে হুতাশন, হইয়া যেন কৃতান্ত।। অলিগণ রব, শুনে হৈল শব, প্রবোধ না মানে মনে। ধৈর্য্যবারি দান, না হয় আসান, কেমনে বাঁচিবে প্রাণে।। অধৈর্য্যতা দেখি, বলে যত সখী, শুন ওগো ঠাকুরাণি। দুঃখ পরিহর, যাতনা সম্বর, কেন হলে পাগলিনী।। পাবে গুণমণি, কেন চিন্তা ধনী, সবুরেতে মেওয়া ফলে। মিলাব তাহায়, হবে সুখোদয়, কিনারা পাবে অকুলে।।

প্রবোধ বচন, শুনিয়া তখন, কহিছে রাজকুমারী। চিত্রকর স্থান, করহ পয়ান, কহিবে বিনয় করি॥ চেহা-রা কাহার, অতি চমৎকার, কোথা আছে সেই জন। যদ্যপি তাহারে, আনি দেয় মোরে, তবে বাঁচিবে জী-বন॥ কেশিনী বচন, শুনি সখীগণ, চিত্রকর কাছে যায়। নিরানন্দ মন, করিছে গমন, ভাবে কি হবে উপায়॥ সহচরী গণ, দেখিয়া তখন, মন্ত্রী সমাদর করে। কেন আগমন, বলহ কারণ, দুঃখিত হয়ে অন্তরে॥ শুনিয়া বচন, কহে ততক্ষণ, কেশিনী সঙ্গিনী যত। ঠাকুরকন্যার বুঝি বাঁচা ভার, চিত্র হেরি জ্ঞান হত॥ কেমন সে জন, কহ বিবরণ, তত্ত্ব যদি জান তার। কোথায় বসতি, কা-হার সন্ততি, চিত্র আনিয়াছ যার॥ মন্ত্রিবর কন, শুন সখীগণ, তার নাম শুকসনে। রাজা পাটনার, ধর্ম্মেতে তৎপর, গুণেতে কিরীটী যেন॥ আমি চিত্রকর, ছিলাম তাঁহার, চেহারা লিখেছি দেখি। সদা সর্ব্বক্ষণ, করি যে লিখন, তাহাতে হতেন সুখী॥ মন্ত্রীর বচন, শুনি সখী গণ, কহিছে তাহার প্রতি। যাহ পাটনায়, আনিতে তাহায়, রাখহ এই মিনতি॥ রাজার নন্দিনী, হলো পাগলিনী, তার প্রতিমূর্ত্তি হেরি। বাঁচাও ইহারে, আ-নিয়া তাঁহারে, আমরা বুঝাতে নারি॥ কহে মন্ত্রিবর, শুনহ সত্বর, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর। থাকি এক মাস, যাব নিজ বাস, কহিব তার গোচর॥ জানাব তাহায়, না জানি কি হয়, বলিতে নারি এখন। যদি মন হয়, আ-সিবে ত্বরায়, আনিব করি যতন॥ মন্ত্রীর বচন, শুনি সখীগণ, চলিল কেশিনী কাছে। করযোড় করি, যত সহচরী, রাজকন্যায় কহিছে॥ শুন ঠাকুরাণী সব তত্ত্ব জানি, আইলাম মোরা হেথা। পাটনা বসতি, সেই নর

শক্তি, চিত্রকর বাস যথা ॥ শুকসেন নাম, অতি গুণধাম, রূপেতে কন্দর্প জিনি। এই চিত্রকর, চেহরা তাহার, দে- খালে তোমারে আনি ॥ দেখিয়া সে রূপ, হইলে বি- রূপ, অধৈর্য্য মদনবাণে। অশেষ প্রকারে, বুঝাইয়া তারে, আনিতে কহি এখানে ॥ আনিতে তাঁহারে, যে প্রকারে পারে, করিতে তব উপায়। শুনি চিত্রকর, ক- হিল সত্বর, বুঝাইয়া কব তায় ॥ যদি আশা হয়, আ- সিবে ত্বরায়, অনিত্য ভাবনা কেন। ঘুচিবেক জ্বালা, শুন রাজবালা, হইবে সুখে মিলন ॥ এক মাস পর, সেই চিত্রকর, যাইবে আপন বাস। বুঝাইয়া তায়, আ- নিবে হেথায়, কেন গণিছ হুতাশ ॥ সখীগণ বাণী, শুনি- য়া কেশিনী, কহিছে মনের খেদে। হয় কিনা হয়, কিসে প্রাণ রয়, মগ্ন সে দুঃখের হ্রদে ॥ সান্ত্বনা বচন, কহে সখী গণ, স্থির হও ঠাকরাণী। যাবে সব দুঃখ, হইবেক সুখ, আসিবেন গুণমণি ॥ ঘোড়পুকুর ধাম, ঘোষ বংশ নাম, বিখ্যাত গরিমা গুণে। আজ্ঞা অনুসারে, ত্রিপদী পয়ারে, সীতানাথ দত্ত ভণে ॥

পয়ার। এই রূপে কেশিনী ভাবয়ে মনেং। প্রাণ কান্ত না জানি মিলিবে কত দিনে ॥ তসবির এমন যার সে জন কেমন। জনমিয়া হেন রূপ না দেখি কখন ॥ চিত্রকর হইতে হবে কার্য্যের সাধন। সখীগণে ডাকি তবে কহিছে বচন ॥ বিরহ বেদনা আসি করিল কা- তার। সে বেদনা শান্তি হয় দেখি গুণাকর ॥ চিত্রকর স্থানে শীঘ্র করিয়া গমন। কান্ত আনিবারে তার করহ প্রেরণ ॥ দুই চারি দিন মধ্যে যেরূপেতে যায়। সখীগণ তোমরা করহ তার উপায় ॥ শুনিয়া তাহার বাক্য যত সখী। চিত্রকর কাছে গেল অতি ত্বরা করি ॥ করুণা

বচনে বলে মন্ত্রিবর প্রতি। আপন দেশেতে যাত্রা কর শীঘ্র গতি।। সময় অনুসারে তারে বুঝাইয়া কবে। বিরক্ত করিলে সব নিষ্ফল হইবে।। অনঙ্গ সাগরে ঠাকুরঝির বাঁচাভার। কাণ্ডারী বিহনে তরি না পায় নিস্তার।। চাতকিনী সম হয়ে ঠাকুরাণী আছে। বিনে বারি বরিষণ কিসে প্রাণ বাঁচে।। ধরাশয্যা হইয়াছে নাহি শুনে বাণী। নবীনে প্রবলা একে তাহে বিরহিণী।। শুনিয়া এ সব কথা চিত্রকর বলে। না হইবে আশা পূর্ণ উতলা হইলে।। অবশ্য যাইব দেশে কহিব তাহায়। ঠাকুরাণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ যাতে হয়।। দুঃখিত না হন যেন তাহার কারণ। ঘুচিবে মনের দুঃখ আসিবে সে জন।। চিত্রকর স্থানে শুনি এতেক বচন। কেশিনী নিকটে আসি করে নিবেদন।। ঠাকুরঝির কাছে আসি সকল বলিল। যেমত প্রকারে চিত্রকর বলে ছিল।। শুনিয়া রাজার কন্যা কহিছে তখন। নিত্য চিত্রকর স্থানে করিয়ে গমন।। স্বদেশে যাহাতে যায় এমত করিবে। তাহা হইলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণিত হইবে।। শুনিয়া কেশিনী বাক্য যত সখীগণ। নিত্য২ যায় তবে মন্ত্রীর সদন।। বিরক্ত করয়ে তারে অশেষ প্রকারে। কোনমতে মন্ত্রিবর যায় নিজঘরে চিত্রকর এই চিন্তা করে মনে২। পড়েছে প্রেমের লোভে ভুলিবে কেমনে।। যদ্যপি হইল নষ্ট কার্য্যের সাধন। এখানে থাকিয়া তবে কোন প্রয়োজন।। রাজার নিকটে তবে বিদায় মাগিয়া। মন্ত্রিবর কেশিনী বার্ত্তা লইয়া।। সীতানাথ দত্ত কয় শুন বন্ধুগণ। যতন করিলে মিলে অবশ্য রতন।।

লঘুত্রিপদী। আনন্দ অন্তর, যায় মন্ত্রিবর, যেখানে আপন দেশ। ছাড়ি নানা স্থান, [illegible] প্রকার, করিয়া

অনেক ক্লেশ ।। বিশ্রাম না হয়, কোথাও না রয়, কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। কত ঠাঁই আর; অনেক প্রকার, নিরীক্ষণ করিতেছে ।। বহু দিন পরে, মন্ত্রী আইল ঘরে, পরিবার হইল সুখী। সন্তাষি সকলে, রাজধানী চলে, মনে হইয়া কৌতুকী ।। মন্ত্রিবর যায়, নৃপতি যথায়, কর যোড়ে নোঙার মাথা। মন্ত্রী আগমন, দেখিয়া রাজন, জিজ্ঞাসে সকল কথা ।। বল মন্ত্রী বল, আপন কুশল, এতেক বিলম্ব কেন। তোমার কারণ, চিন্তি সর্ব্বক্ষণ, দিবা রাত্রি নাহি জ্ঞান ।। যাহার সদন; করিবে গমন, তাহার কি হল বল। দেহ পরিচয়; প্রাণ নাহি রয়; হৃদয়ে দংশিল কাল ।। রাজার বচন; করিয়া শ্রবণ, মন্ত্রিবর তারে কয়। কহি আদ্য অন্ত, শুনহ বৃত্তান্ত, যে রূপে যাই তথায় ।। কাশী রাজকুমারী; কৌশলী সুন্দরী; পাইয়া এই সব বার্ত্তা। রাজার নিকটে; গিয়া অকপটে; নোওাইয়া মাথা ।। করি সম্ভাষণ; কাশীর রাজন; নিকটেতে বসাইল। মম আগমন; কিসের কারণ; নরপতি জিজ্ঞাসিল ।। শুনিয়া বচন; কহিছে তখন; চাকরি প্রার্থনা করি পাটনায় ধাম; চিত্রকর নাম; চিত্র করিবারে পারি ।। এই কথা শুনি, বলে নৃপমণি; আমার নিকটে রহ। ডাকি দাসগণ; বলিল তখন; চিত্রকরে বাসা দেহ ।। রাজার উদ্যান; স্বর্গতুল্য স্থান; সেখানেতে আমি থাকি। নানা চিত্র করি; দিবস শর্ব্বরী, রাজা তুষ্ট হইল দেখি ।। কত দিন যায়; না দেখি উপায়; চিন্তায় চিন্তিত অতি। দৈবযোগে বিধি; মিলায় সে নিধি; কহি শুন সে তাপ্রতী। রাজবাটী হইতে, বাসায় আসিতে, দেখি রাজার নন্দিনী। সখীগণ সঙ্গে, ভ্রমে নানা রঙ্গে; আলো দিয়া রূপে [illegible] উদ্যান ভিতরে, নানা ক্রীড়া করে,

কেহ না দেখিতে পায়। যাইতে তথায়, দেখিয়া আমায়, জিজ্ঞাসিল পরিচয়। কহিলাম বাণী, শুনহ সঙ্গিনী, পাটনায় মম বাস। চাকরি কারণ, হেথা আগমন, কহিলাম রাজার পাশ॥ কহে নৃপবর, কোন কার্য্য কর, বিশেষ কহ আমায়। চিত্রকার্য্য জানি, শুনি নৃপমণি, তুষ্ট হইল অতিশয়॥ রাখিল আমারে, উদ্যান ভিতরে, করিয়া অতি যতন। শুনিয়া ভারতী, রাজার সন্ততি, ডাকি আমা প্রতি কন॥ সেই চিত্র যত, প্রত্যহ আমায়, দিবে ওহে চিত্রকর। সখীরা আসিয়া, লইবে যাইয়া, অন্যথা না কর তার॥ এই কথা বলি, সবে গেল চলি, আমি থাকি যে বাসায়। নিত্য সখীগণ, আসি মম স্থান, তসবির লইয়া যায়। কেশিনীর দাসী, এক দিন আসি, বাক্স দেখিল সম্মুখে। কহিতেছে মোরে, এ বাক্স ভিতরে, কি আছে বল আমাকে॥ কহিলাম তারে, হরিষ অন্তরে, উত্তম চেহারা আছে। শুনি মম বাণী, কহিছে সঙ্গিনী, দেখাও আমার কাছে॥ কহিলাম তারে, দেখাব কাহারে, না দেখি যোগ্যপাত্র। শুনি সখীগণ, করিল গমন, বিষাদ ভাবিয়া চিত্ত॥ বলিছে সকল, কেশিনীর স্থল, চেহারার বিবরণ। শুনিয়া এ বাণী, বলিল কেশিনী, ছবি দেখিব কেমন॥ সখীগণ যত, আসিয়া ত্বরিত, কহিছে আমার কাছে। চল ত্বরা করি, রাজার কুমারী, তোমারে হে ডাকিতেছে॥ তস্বিরের কথা, শুনি রাজসুতা, দেখিতে বাসনা তাঁর। শুনি এই কথা, চলিলাম তথা, চেহারা লয়ে তোমার॥ রাজার নন্দিনী, কহিছে আপনি, শুন ওহে চিত্রকর। সেই চিত্রপট, আমার নিকট, দেহ দেখিব সত্বর॥ চিত্র

দেখি ধনী, বিস্তর বাখানি; বলে মূল্য লইয়া দেহ।
কহিলাম বাণী, শুন ঠাকুরাণী, লক্ষ মুদ্রা দিয়া লহ॥
স্বীকার করিল, লক্ষ মুদ্রা দিল, চিত্র করি দরশন। আ-
সিয়া বিদায়, আইনু বাসায়, আনন্দিত হয়ে মন॥
চেহারা তোমার, অতি চমৎকার, দেখিয়া মজিল ধনী।
এই অভিলাষ, তব সঙ্গে বাস, করিবে রাজনন্দিনী॥
যত সখীগণ, আমার সদন, আসিয়া বিরক্ত করে।
কহে বারং, আমার গোচর, লয়ে যাইতে তোমারে॥
রাজসন্নিধান, করিয়া পয়ান, করিলাম শুভযাত্রা।
এ রূপ সন্ধানে, করি প্রাণপণে, শুন হে কামিনী বার্ত্তা॥
মন্ত্রিবর বাণী, শুনি নৃপমণি, হৃদয়ে আনন্দ হইল।
সীতানাথ দত্ত, করি এক চিত্ত, এই গ্রন্থ বিরচিল॥

পয়ার। মন্ত্রীর বচনে যদি হইল সমাধান। অনেক প্রশংসা তাঁরে করে শুকসেন॥ মন্ত্রণায় বলে তুমি অসাধ্য সাধিলে। আমার মানস সব সফল করিলে॥ এক্ষণেতে চল মোরা যাই দুই জনে। সেই চন্দ্রাননী ধনী আছয়ে যেখানে॥ এতেক শুনিয়া মন্ত্রী সম্মত হইল। দুজনে একত্র হয়ে তথায় চলিল॥ নদ নদী জঙ্গল অনেক এড়াইয়া। অবশেষে সেই দেশে উত্তরিল গিয়া॥ দেখিয়া কাশ্মীর শোভা নৃপতি চিন্তিত। বিধিমতে খুসি হল হয়ে আনন্দিত॥ উত্তম আওয়াস এক দেখে তার মাঝে। দেখিতে সুন্দর অতি ভুবন বিরাজে॥ দেখিয়া বাটীর শোভা ভূপতিতনয়। মন্ত্রিবর প্রতি তবে কহিছে বচন॥ এই বাটী মোরে তুমি ভাড়া করি দেহ। আমি রহি এখানে তথায় তুমি যাহ॥ ভূপতির বাক্য তবে শুনি মন্ত্রিবর। সেই অট্টালিকা ভাড়া করিল সত্বর॥ নৃপতিরে তথা রাখি শীঘ্রগতি যায়। উপনীত হইল

গিয়া রাজার সভায়॥ প্রণাম করিয়া মন্ত্রী রহে যোড় করে। নরপতি হৃষ্ট হইল দেখি চিত্রকরে॥ সমাদর করিয়া তাহারে বসাইল। পূর্ব্ব মত সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিল॥ সেই উদ্যান ভিতরে রহে মন্ত্রিবর। কাজ কর্ম্ম করে সদা প্রফুল্ল অন্তর॥ কেশিনী সঙ্গিনী সঙ্গে পথে দেখা হইল। হৃষ্ট চিত্তে চিত্রকরে সব জিজ্ঞাসিল॥ ওহে চিত্রকর তুমি কহ বিবরণ। সত্য করি বল তার কি হল এখন॥ শুনিয়া সখীর কথা বলে চিত্রকর। আনিয়াছি এই দেশে সেই গুণাকর॥ শুনি চিত্রকর কথা ত্বরায় চলিল। ঠাকুরঝির কাছে আসি সকল বলিল॥ পাইয়া এ শুভ বার্ত্তা রাজার সন্ততি। মনেং হরষিত হইলেন অতি॥ ডাকাইয়া মন্ত্রিবরে করিল জিজ্ঞাসা। তুমি নাকি পূর্ণ করিয়াছ মম আশা॥ চিত্রকর কহিছে কেশিনী বাক্য শুনি। আসিয়াছে এই দেশে সেই গুণমণি॥ পৃথক বাসায় তিনি আছেন এ দেশে। রাখিয়াছি যত্ন করি উত্তম আওয়াসে॥ সেই সত্য হইতে এবে হইলাম পার। বরমাল্য দেহ তাঁরে করিয়া প্রচার॥ বিদায় হইয়া মন্ত্রী আইল বাসায়। কেশিনী ভাবয়ে মনে কি করি উপায়॥ সখীগণ সঙ্গে যুক্তি করিছে তখন। কি রূপেতে করি তার সঙ্গেতে মিলন॥ লুকাইয়া আনি কিম্বা জানাই পিতারে। এই তত্ত্ব সখীগণ বলহ আমারে॥ শুনিয়া তাহার কথা দাসীগণ কহে। লুকাইয়া এই কর্ম্ম করা ভাল নহে॥ রাণীর নিকটে তুমি গিয়া অতঃপর। বিবাহ করিব বলি জানাও সত্বর॥ বিবাহেতে তিনি যদি দেন অনুমতি। বর্ণনা করিবে শুকসেন নরপতি॥ রাণীর নিকটে তবে করিল গমন। রচিল শ্রীদীতানাথ কামিনীরঞ্জন॥

ত্রিপদী। রাণীর নিকটে যায়, প্রফুল্ল হইয়া কায়, বিবাহ করিবার কারণ। মনোমধ্যে কত ভাবে, কিসে কাজ সিদ্ধি হবে, কি রূপেতে করি নিবেদন ॥ যেখা-নেতে ছিল রাণী; সেইখানে গিয়া ধনী, করযোড়ে প্র-ণাম করিল। বন্দিল মায়ের পদ, রাণী কৈল আশীর্ব্বাদ, বসিতে আসন আনি দিল ॥ কহিছে রাজভাবিনী, ভাল ত আছ কেশিনী, বহু দিন পরে হইল দেখা। দুঃখিনী জননী বলে, বুঝি পাশরিয়া ছিলে, কি মনে করিয়া আ ইলে একা ॥ রাণীর বচন শুনি, কেশিনী কহিছে বাণী, তব আশীর্ব্বাদে আছি ভাল। তোমার বারতা যত, দাসী কহে অবিরত, মনোদুঃখ ত্যজহ সকল ॥ যে নি-মিত্তে আগমন, তাহা করি নিবেদন, বুঝে তার ক রহ বিচার। হলো যৌবন উদয়, কর ইহার উপায়, বাপে কহি দেহ স্বয়ম্বর ॥ শুকসেন নৃপমণি, সর্ব্ব গুণে মহা গুণী, পাটনায় তাঁহার বসতি। আসিয়াছে এই দেশে, রহিয়াছি বিভা আশে, এবিষয়ে দেহ অনুমতি ॥ চিত্রকর স্থানে যত, সকলি হয়েছে জ্ঞাত, তার তত্ত্ব সব আমি জানি। ডাকাইয়া চিত্রকরে, জিজ্ঞাসা করহ তারে, মিথ্যা নহে আমার এ বাণী ॥ কন্যার করুণা শুনি, ভাবে মনেং রাণী, সত্য বটে ইহার বচন। রাণী কেশিনীরে বলে, যাহ আপন মহলে, রাজারে করিব নিবেদন ॥ পাটনাধিপতি যেই, তব পতি হইবে সেই, ইথে দুঃখ কি আছে অন্তরে। কহি রাজার গোচর, দিব আজি স্বয়ম্বর, আনাইয়া সেই নরবরে ॥ মায়ের প্রবোধ বাণী, শু-নিয়া কেশিনী ধনী, আনন্দ মনেতে ঘরে আইল। আশা পূর্ণ বুঝি হল, সখীগণেরে বলিল; শুনি সবে হইল উত রোল। রাজার নিকটে রাণী, কহিছে কন্যার বাণী, শুনং

ওহে নরেশ্বর। কন্যা যাহা বলেছিল, রাজাস্থানে নিবে দিল, শুনি রাজা হইল চমৎকার॥ রাজা বলে শুন রাণী, সর্ব্ব গুণে যেই গুণী, তারে কন্যা করিব অর্পণ। লিখিয়া পত্রের পাতি, যত আছে নরপতি, আনাইব আপন ভবন॥ রাণী বলে মহারাজ, কর না এমন কাজ, শুকসেনে করেছে বরণ। পাটনার অধিপতি, সে হবে কন্যার পতি, দুহিতার হয়েছে মনন॥ তোমার যে চিত্র কর, তাহারে জিজ্ঞাসা কর, সেই জানে তার সমাচার। শুকসেনে আনাইয়া, কেশিনীরে দেহ বিয়া, তবে ইথে হবে প্রতিকার॥ উঠিয়া প্রভাত কালে, বাহির দেওয়ানে চলে, সিংহাসনে বসিল রাজন। রাজসভাসদ যত, হইলেন উপনীত, আর যত সভা ভব্য জন॥ হেন কালে নরপতি, কন চিত্রকর প্রতি, চিত্রকর সত্য করি বল। শুকসেন নৃপবর, তত্ত্ব যদি জান তার, বিস্তারিয়া কহ মোরে সকল॥ ব্যগ্র হয়ে চিত্রকর, যুড়িয়া যুগল কর, আদ্য অন্ত শুনায় রাজারে। শুনি রাজা হৃষ্ট মন, ডাকি পাত্র মিত্রগণ, বলে তারে আন সমাদরে॥ নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া, চিত্রকরে সঙ্গে লইয়া, শুকসেনের কাছেতে আইল। অবশেষে নরপতি, দেখিয়া পাটনা পতি, আদ্য অন্ত পরিচয় দিল॥ শুভক্ষণ দিন দেখি, রাজা মনে হয়ে সুখী, সেই পাত্রে দিল কন্যা বিয়া। সকলেতে হরষিত, করে বেদ বিধি মত, রাণী তুষ্ট জামাতা দেখিয়া॥ উভয়ের সম্মিলনে, উভয় আনন্দ মনে, কিছু দিন তথায় রহিল। পরে রাজ অনুমতি, আইল নিজ বসতি, এই রূপে ঘটনা হইল। অতএব মহাশয়, প্রাপ্ত হইবে তাহায়, সেই চেষ্টা কর সর্ব্বক্ষণ। হইও না কভু ভাবান্তর, বিধি মতে চেষ্টা কর, তার সঙ্গে হইবে

মিলন। শুনি শুকের বচন, রঞ্জন আনন্দ মন, বহু বিধ প্রশংসা করিল। সীতানাথ দত্ত বলে, শুনহ বন্ধু সকলে, অতঃপর যে প্রসঙ্গ হইল॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

কামিনীরঞ্জন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শারীকা উপাখ্যান।

পয়ার। শুকের বচন যদি হইল সমাধান। অতঃপর শুনহ শারীকা উপাখ্যান। রঞ্জনে কহিছে শারী বিনয় বচন। মধ্য ইতিহাস এক করহ শ্রবণ॥ অন্বেষণ কর তারে পাইবে নিশ্চিত। সাধন করিলে কার্য্য হইবে ত্বরিত॥ উতলার কর্ম্ম নয় শুন মহাশয়। যতন করিলে রত্ন মিলিবে নিশ্চয়॥ হিমন্তনগরে এক আছিল ভূপতি। সসাগরা পৃথিবী শাসিল মহামতি॥ শিষ্টের পালন করে দুষ্টের সংহার। গুণ যশে খ্যাত্যাপন্ন আছিল সংসার॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম অহর্নিশি করে নৃপবর। না করে অনিষ্ট কর্ম্ম তুল্য দিগম্বর॥ এক দিন মহারাজা ভাবিল অন্তরে। মৃগয়া করিতে যাব অরণ্য ভিতরে॥ আজ্ঞা দিল মন্ত্রিবরে করহ সাজন। ইঙ্গিতে সাজিল তবে যত সৈন্যগণ॥ কোলাহলে প্রবেশিল গহন কানন। এক চিত্তে করে সবে মৃগ অন্বেষণ॥ দৈবের নির্ব্বন্ধ মৃগ না পাইয়া তথায়। নিরাশা হইয়া চিন্তা করে নৃপরায়॥ আচম্বিতে মৃগ এক পাইল দেখিতে। মনোহর রূপ তার বিস্তার বর্ণিতে॥ সুবর্ণ জিনিয়া দেহ বিচিত্র নির্ম্মাণ। রজতের প্রায় শোভে খুর চারি খান॥ আশ্চর্য্য হইল ভূপ দেখিয়া কুরঙ্গ। উথলিল ইচ্ছাসিন্ধু আনন্দ তরঙ্গ॥

সৈন্যগণ প্রতি ডাকি কহেন ভূপতি। মৃগ যাতে ধরা যায় কর শীঘ্র গতি॥ যাহার নিকট হৈতে পলাইয়া যাবে। মম স্থানে উপযুক্ত দণ্ড সেই পাবে॥ এত স্থান সৈন্যগণ কুরঙ্গে বেড়িল। সাবধান হইয়া তথায় দাণ্ডাইল॥ সবাকার ভয় হৈল রাজার বচনে। না জানি কি ফলে আজি দৈবের ঘটনে॥ রাজার নিকট দিয়া কুরঙ্গ পলায়। অতি বায়ুবেগে নৃপ পিছুং ধায়॥ অবশেষে সেই মৃগ জলে প্রবেশিল। দেখিয়া রাজার শোক দ্বিগুণ বাড়িল॥ হরিণেরে হেরি যত হয়েছিল সুখ। সেই আশা ভঙ্গেতে বাড়িল বড় দুঃখ॥ সৈন্যগণ ছাড়ি রাজা বহু দূর আইল। হেনকালে দিবাকর স্বস্থানে চলিল॥ রজনী দেখিয়া রাজা ভীত হৈল মনে। ভাবে তবে এ যামিনী বঞ্চিব কেমনে॥ একেত নিবীড় বন তাহে অন্ধকার। ব্যাঘ্র ভাল্লুকে পাছে করয়ে সংহার॥ কেন আইলাম বনে মৃগয়া করিতে। কি আছে ললাটে কিছু না পারি বলিতে॥ সম্মুখে দেখিলা এক বৃক্ষ মনোহর। অবশেষ উঠে রাজা তাহার উপর॥ ক্ষণকাল পরে তবে দেখে নৃপ রায়। ব্যাঘ্র ভল্লুক কত আইল তথায়॥ তাহারা নিনাদ করে অতি ঘোরতর। নিঃশব্দে রহিল রাজা না সরে উত্তর মনেং চিন্তা করে বিপত্তিভঞ্জনে। বিপদে আসিয়া রক্ষা কর এই বনে॥ এমন সময় এক দেখে অজগর। নিশ্বাসেতে ঝড় বহে অতি ভয়ঙ্কর॥ নানা জাতি জন্তু কত করিল ভক্ষণ। ভ্রমণ করিছে তথা করিয়া গর্জ্জন॥ ক্ষণকাল পরে সর্প করিল গমন। সীতানাথ দত্ত ইহা করিল রচন॥

লঘুত্রিপদী। বৃক্ষের উপর, বঞ্চে নৃপবর, তৃতীয় প্রহর রাত্রি। আশ্চর্য্য ঘটন, করহ শ্রবণ, শুনিতে সুন্দর অতি॥

নিবিড় কানন, অতি সুশোভন, মনুষ্য যাইতে নারে।
দেবগণ স্থান, হয় অনুমান, তুলনা নাহি সংসারে॥ নারী
একজন, দেখিল রাজন, ভ্রমণ করিছে রঙ্গে। দেখিতে
সুঠাম, অতি অনুপম, পঞ্চবাণ লয়ে সঙ্গে॥ জিনি শ-
শধর, তাহার অধর, যেন স্থির সৌদামিনী। ভুরু শরা-
সনে, কটাক্ষের বাণে, মোহিতে পারে ধরণী॥ মৃদু মন্দ
হাসি, সুমধুর ভাষি, রসিকা রসের সার। পয়োধর তার,
বর্ণে সাধ্য কার, কহিতে হারয়ে কবি॥ তিলফুল জিনি,
নাসার বলনি, গজেন্দ্রগামিনী ধনী। কোটিদেশ তার,
ডম্বরু-আকার, করিঅরি নাহি গণি॥ মৃগের যে গর্ব্ব,
করিয়াছে খর্ব্ব, তাহার সে দুটী আঁখি। নেত্রের তুলনা,
কি দিব উপমা, হারিল খঞ্জনপাখী॥ নিতম্বের ভরে,
মেদিনী বিদরে, অভিমানে হইল মাটী। মনে যবে হয়,
স্থির নাহি রয়, চমকেতে উঠি॥ জিনি চম্পাকলি, হস্তের
অঙ্গুলি, চন্দ্রমা জিনিয়া জ্যোতিঃ। নখের আভায়,
রূপা লজ্জা পায়, পদেতে করে প্রণতি॥ হস্তের তুলনা,
মৃণাল হল না, অভিমানে গেল জলে। উরুদেশ তার,
কদলি কি ছার, নাহি দেখি ধরাতলে॥ মস্তকে বিননী,
যেন কালফণী, পৃষ্ঠোপরে শোভা করে। কিবা মনোহর,
ত্রিবলি সুন্দর, লোমাবলি তার পরে॥ দেখিয়া তাহায়,
ব্যস্ত নররায়, জিজ্ঞাসা করিল তারে। কোথায় বসতি,
কর রসবতী, সত্য করি কহ মোরে॥ দেখিয়া তোমায়,
প্রাণ নাহি রয়, হইয়াছি হতজ্ঞান। কৃপা করি ধনী,
বলহ কাহিনী, কিসে হবে পরিত্রাণ॥ বৃক্ষ হৈতে রায়,
নামিয়া ত্বরায়, তাহারে ধরিতে যায়। হাসিয়া যুবতী,
কহে রাজা প্রতি, বলি শুন পরিচয়॥ না ধর রাজন,
কর অন্বেষণ, যদি মোরে প্রাপ্ত হবে। কাঞ্চন সহর, হয়

মম ঘর, তল্লাস করিলে পাবে ॥ রাজা সেই গ্রামে,হীরা-লাল নামে, আমি যে তাঁহার সুতা । দুঃখ পরিহর, নাহি চিন্তা কর, ইহাতে নাহি অন্যথা ॥ মনুষ্য হইয়া, কেমন করিয়া, যমালয়ে তুমি যাবে । সপ্ত অব্ধি পার, হয় সে সহর, অনেক যন্ত্রণা পাবে ॥ সে দুর্গম পথ, যাইতে ব্যাঘাত, ঘটনা ঘটিতে পারে । না জানি কি হয়, যদি প্রাণ রয়, তবে সে পাইবে মোরে ॥ এতেক বচন, কহিয়া তখন, কন্যা অদর্শন হৈল । নৃপতি চিন্তিত, হইল মূর্চ্ছিত, বিরহানলে দহিল ॥ প্রভাত রজনী, দেখি নৃপমণি, চলিল আপন বাসে । দুই দিন পরে,রাজা গেল ঘরে, মজিয়া রমণীপাশে ॥ রাজকার্য্য যত, সব হৈল হত, সে ধনীরে চিন্তা করে । কত দিনে বিধি, মিলাবে সে নিধি, স্থির না হয় অন্তরে । একেলা যাইয়া, সন্ধান করিয়া, যদি পাই সে রূপসী । রাখিব জীবন, নতুবা মরণ, বিরহ সাগরে ভাসি ॥ সে কাল রমণী, জ্ঞান হয় ফণী, হৃদয়ে দংশিল আসি । না দেখি উপায়, প্রাণ বাহিরায়, লাগিয়ে অনঙ্গ ফাঁসি ॥ চিন্তানলে ফেলি, গেল ধনি চলি, কি রূপে জীবনে বাঁচি । ভাণ্ডায়ে আমার, গেল সে কোথায়, মৃতু সম হয়ে আছি ॥ দিয়া দরশন, হৈল অদর্শন, বধিতে আমার প্রাণ । মনের মানসে, গিয়া দেশে২, করিব তার সন্ধান ॥ ভূপতি তখন, হইয়া গোপন, যায় কন্যা অন্বেষিতে । কত স্থানে কত, দেখে অবিরত, হয় বাহুল্য বর্ণিতে ॥ দিবা নিশি যায়, না রহে কোথায়, ভাবিয়ে তাহার ভাব । কত উঠে ভাব, নাহি অনুভব, কেহ না বুঝে সে ভাব ॥ অরণ্যের পথে, গেল আচম্বিতে, নগর নাহি যথায় । নিবিড় কানন, নাহি কোন জন, নির্ভয়েতে তথা যায় ॥ হইলে রজনী, তবে

নৃপমণি, বৃক্ষের উপরে থাকে। প্রভাত হইলে, অবিশ্রান্তে চলে, ফলাহারে প্রাণ রাখে॥ বনজন্তু যত, দেখে অবিরত, তিলেক শঙ্কা না করে। সীতানাথ বলে, শুনহ সকলে, পড়েছে নারীকুহরে॥

পয়ার। চিন্তায় চিন্তিত মন রমণীর ভাবে। ভাবে মনে সে ধনীরে কত দিনে পাবে॥ রাজা বলে কি হইবে যাইব কোথায়। কেমন করিয়া আমি দেখিব তাহায়॥ নিদারুণ বিধি বুঝি সাধিলেক বাদ। দেখা দিয়া সে রমণী ঘটালে প্রমাদ॥ প্রাণে যদি মরিতাম তাহা ছিল ভাল। দিবা নিশি সে অভাবে জ্বলিতে হইল॥ ভুলিলে ভুলিতে নারি যেন জপমালা। গলায় বান্ধিয়া প্রাণ করি কত ছলা॥ এত ভাবি নরপতি করিছে গমন। সুরভি আশ্রমে এক দিন দরশন॥ ভাবে মনে গাবীগণে জিজ্ঞাসা করিব। ইহাদের কাছে তার তদন্ত পাইব॥ হঠাৎ ও স্থানে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়। কিজানি কি ফলে আজি না জানি কি হয়॥ এত ভাবি নরপতি লুকায়ে রহিল। পর দিনে গাবী সব চরিবারে গেল॥ গাবীর আশ্রমে রাজা কৈল অগুসার। গোমূত্র ফেলিয়া সব কৈল পরিষ্কার॥ হইল উত্তম স্থান দেখিতে সুন্দর। পুনরায় গোপনে রহিল নৃপবর॥ যতেক সুরভিগণ আশ্রমে আইল। পরদিন সেই রূপে চরিবারে গেল॥ আসিয়া ভূপতি তবে পূর্ব্ব দিন মত। বিধিমতে সেই স্থান কৈল পরিষ্কৃত॥ নিত্য২ এই রূপ করয়ে ভূপতি। দেখিয়া সুরভিগণ আনন্দিত অতি॥ ডাকিয়া বলিল তবে কে আছ এখানে। সন্তুষ্ট হয়েছি মোরা যত গাবীগণে॥ আসিয়া সাক্ষাৎ কর দিব মোরা বর। তোমার মানস পূর্ণ হউক তৎপর॥ এত শুনি নরপতি তথা প্রবেশিল।

প্রণাম করিয়া করপুটে দাণ্ডাইল॥ স্বস্তি বলি গাবীগণ করয়ে জিজ্ঞাসা। এঘোর অরুণ্যে বাছা কিকারণে আসা॥ সত্য করি কহ দেখি নাহি কোন ভয়। মনের মানুষ কহি থণ্ডাহ বিস্ময়॥ সবিনয়ে নরপতি করে নিবেদন। শুনহ আমার যত দুঃখ বিবরণ॥ এক দিন মৃগয়া করিতে যাই বনে। মৃগের না পাই দেখা দৈবের কারণে॥ মনোহর মৃগ এক দেখি সেইখানে। আশ্চর্য্য গঠন হেন নাহি ত্রিভুবনে॥ আমার নিকট হইতে পলাইয়া যায় ধরিতে বাসনা করি গেলাম ত্বরায়॥ অবশেষে সেই মৃগ জলে প্রবেশিল। দেখিয়া মনের মধ্যে বিস্ময় জন্মিল॥ তখন হইল আসি নিবা অবসান। পশুগণ শব্দে হৈল হৃদি কম্পমান॥ অবশেষে উঠিলাম বৃক্ষের উপরে। ভাগ্য ক্রমে বাঁচিলাম সে ঘোর দুস্তরে॥ বৃক্ষের উপর নিশি বঞ্চিতে বঞ্চিতে। এক নারী আসি দেখা দিল আচম্বিতে॥ দেখিতে সুন্দর যেন মদনের রতি মন প্রাণ হরণ করিল সে যুবতী॥ কাঞ্চন সহর কোথা তাহা নাহি জানি। পরিচয় দিল হীরাল্যালের নন্দিনী অন্বেষণে পাবে মোরে এই বলি গেল। সেই অবধি মন প্রাণ আকুল হইল॥ আসিয়াছি রাজ্য ছাড়ি তারে যদি পাই। নতুবা ত্যজিব প্রাণ না মানে দোঁহাই॥ শুনিয়া রাজার কথা কহে গাবীগণ। হয় কি না হয় তার সঙ্গেতে মিলন॥ সপ্তম সমুদ্রপারে কাঞ্চন সহর। তথা বাস করে এক দৈত্যের ঈশ্বর॥ তার কন্যা হয় সেই অনঙ্গমোহিনী। ছল করি দেখা তোরে দিল সে রমণী॥ বড়ই অসাধ্য কর্ম্ম করিবে কেমনে। নর হয়ে পারিবেক নাহি লয় মনে॥ সে সব দুর্গম পথ সপ্তার্ণব পার। এসব সঙ্কটেতে কেমনে হবে পার॥ রাজা বলে কি হ-

ইবে বলহ উপায়। কেমন করিয়া আমি যাইব তথায়॥ শুনিয়া সুরভিগণ বলিল তাহারে। পথের সন্ধান সব বিবিধ প্রকারে॥ হেথা হইতে বার ক্রোশ যখন যাইবে। তথা এক নিশাচর দেখিবারে পাবে॥ প্রকাণ্ডশরীর তার বিকট আকার। যারে তারে ধরি দৈত্য করয়ে আহার॥ কিন্তু এক কথা বলি শুন দিয়া মন। মধ্যাহ্ন কালেতে তথা করিবে গমন॥ তাহা না হইলে তুমি প্রাণেতে মরিবে। অন্য সময় গেলে তার মুখেতে পড়িবে॥ দুই প্রহর সময়ে সে না থাকে তথায়। নাহি জানি নিশাচর কোথায় বা যায়॥ পথের বারতা যত পাইয়া রাজন। প্রণমিয়া গাভীগণে করিল গমন॥ যে রূপ সুরভিগণ বলিল তাহারে। নিশাচরে এড়াইল সেই অনুসারে॥ নারী যে অমূল্য ধন নাহিক তুলনা। তার জন্য করে রাজা অসাধ্য সাধনা॥ হায়রে রমণীগণ অতি নিদারুণ। পুরুষেরে মজাইয়া কেন কর খুন॥ ছলে বলে কৌশলে কাড়িয়া লয়ে মন। স্বকার্য্য সাধন করে করিয়া যতন॥ আশা পূর্ণ হৈলে পরে তত নাহি রয়। ভালবাসা দেখাইয়া ক্রমে করে ক্ষয়॥ সীতানাথ দত্ত বলে শুন বন্ধুগণ। নারীর মায়ায় ভাই ভুলনা কখন॥

ত্রিপদী। সে বন পশ্চাৎ করি, চলে ভূপ ত্বরা করি, রাক্ষসের ভয়ে প্রাণাকুল। অত্যন্ত নিবিড় বন, কত করে দরশন, নারীভাব ভাবিয়া আকুল॥ রমণীপাবার আশে, না রহিল প্রাণ বাসে, রাজত্ব করিয়া বিসর্জ্জন। ভাবয়ে তাহার ভাব, নাহি অন্য কিছু ভাব, হেন বন না করে গণন॥ হৃদে ভাবে নরপতি, যদি পাই সে যুবতী, তবে হবে এ দুঃখ মোচন। তাহারে পাবার লাগি, হইয়াছি সর্ব্বত্যাগী, না

জানি কি হইবে এখন ।। প্রেমের প্রেমিক যেই, প্রেম চিন্তা করে সেই, অরসিকে বুঝিতে না পারে। অন্ধেরে দর্পণ দিলে, নাহি তত ফল ফলে, পশুজাতি রত্ন না আদরে ।। যে না জান প্রেমপথ, হওনা তাতে উদ্যত, সে পথেতে কষ্ট অতিশয়। বুঝেনা যে অপমান, নাহি থাকে কোন জ্ঞান, করে সদা দুরন্ত আশয় ।। না দেখি কোন উপায়, উভয় সঙ্কট তায়, দিল্লীর লাড়ুয়া সম গণি। খাইলে অতি ক্লেশ হয়, যে না খায় সে পস্তায়, ইহার বৃত্তান্ত নাহি জানি ।। যায় রাজা অবিশ্রান্ত, কোন মতে নাহি ক্ষান্ত, তৃষ্ণাযুক্ত হইলেন অতি। নিকটে না পায়্যা জল, ভাবিয়ে হৈল বিকল, প্রাণ যায় কি হইবে গতি ।। কোথা গেলে পাব বারি, কিসে পিপাসা নিবারি, কেমনেতে পাই পরিত্রাণ। ভাবিতে২ ভূপ, সম্মুখে দেখিল কূপ, মনসাধে কৈল জলপান ।। স্থির হয়ে নররায়, বট বৃক্ষের তলায়, শ্রান্ত দূর করিছে বসিয়া। এমন সময় শুন, আশ্চর্য্য হৈল ঘটন, সেই কথা কহি বিস্তারিয়া ।। সেই বৃক্ষের উপর, বাস করে নিরন্তর, ইগেল নামেতে দুই পক্ষ। শাবক রাখিয়া সেথা, যায় তারা যথা তথা, আনিবারে তাহাদের ভক্ষ্য ।। নিকটে না খাদ্য পায়ে, উড়ে পাখে ভর দিয়ে, গমন করছে স্থানান্তর। পিতা মাতা না দেখিয়া, কান্দে তারা বিনাইয়া, ক্ষুধানলে হয়েছে কাতর ।। করিতেছে কোলাহল, হইয়া অতি দুর্ব্বল, কেন পিতা মাতা না আইল। শুনি কলরব ধ্বনি, তথা এক আইল ফণী, তাহাদের গ্রাসিতে ইচ্ছিল ।। তাদেখিয়া নরপতি, হয়ে রাগান্বিত অতি, সর্পেরে করিল শত খান। সর্পের যে মাংস ছিল, পক্ষীগণে খাইতে দিল, নরপতি হইয়া কৃপাবান ।। কিঞ্চিৎ বিলম্ব পর, পুনঃ ক্ষুধায় কা-

ত্তন, করে অতি কলরব ধ্বনি। গাত্রে যত মাংস ছিল, ক্রমেং কাটি দিল, দয়াযুক্ত হয়ে নৃপমণি॥ ক্ষুধা শান্তি হইলে পরে, পিতা মাতা আইল ঘরে, জিজ্ঞাসিল কুশল বারতা। কহ পুত্র কি লাগিয়া, রয়েছ নিস্তব্ধ হৈয়া, ভাণ্ডাওনা কহ সত্য কথা॥ নিত্য কর কলরব, অদ্য দেখি যে নীরব, বুঝি করিয়াছ অভিমান। ব্যথা না ভাব অন্তরে, গাইলাম অতি দূরে, খাদ্য দ্রব্য করিতে সন্ধান॥ আহার এনেছি ধর, ত্বরায় আহার কর, ক্ষুধানল হয়েছে প্রবল। যত দুঃখ শান্তি হবে, অনায়াসে প্রীত পাবে, অবিলম্বে হইবে শীতল॥ তাহাদের বাক্য শুনি, শাবক কহিছে বাণী, অদ্য ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু নাই। করি তবে নিবেদন, শুন সব বিবরণ, যেই রূপে অদ্য রক্ষা পাই॥ বৃক্ষতলে দেখ চায়ে, যে জন আছে বসিয়ে, করিয়াছে বড় উপকার। ভুজঙ্গে খাইতে এল, সে বিপদে রক্ষা কৈল, করিয়া সে সর্পের সংহার॥ সর্পের যে মাংস ছিল, আমাদেরে খাওয়াইল, পুনর্ব্বার ক্ষুধায় আকুল। আপন অঙ্গ কাটিয়া, সেই মাংস খাওয়াইয়া, বিপদেতে হৈল অনুকূল॥ এ জনের উপকার, যে শোধ করিতে পার, তাহা হইলে মনে পাই প্রীত। পুত্রের বচন শুনি, রাজারে কহিছে বাণী, অন্তরেতে হয়ে আহ্লাদিত॥ শুন ওহে মহাশয়, বসতি কর কোথায়, কি নিমিত্ত হেথা আগমন। এ অরণ্য বীজবনে, নাহি দেখি কোন জনে, শুনি তব আশার কারণ॥ রাজা বলে সেই কথা, শুনি মনে পাবে ব্যথা, কহি তবে শুন দিয়া মন। মৃগয়া করিতে আমি, হইলাম বনগামী, মৃগের না পাই দরশন॥ একটী কুরঙ্গ দেখি, মনো মধ্যে হয়ে সুখী, ধরিবারে হৈল মম মন। মৃগ যায়

জাতি দ্রুতে, গেলাম তার পশ্চাতে, বারি মধ্যে কৈল পলায়ন ॥ রবি অস্তাচল গেলে, পশুদের কোলাহলে, উঠি এক বৃক্ষের উপর। ভয়ঙ্কর শব্দ কত, হয় সেথা অবিরত, ভয়ে প্রাণ কম্পে থর থর ॥ তৃতীয় প্রহর গেলে সেই স্থানে হেনকালে, এল এক রূপবতী নারী। রূপের কি কব কথা, চমকে বিদ্যুৎলতা, তার রূপ বর্ণিবারে নারি ॥ দেখি তার রঙ্গভঙ্গ, কন্দর্পে দহিল অঙ্গ, ধরিবারে করিনু গমন। ধরা না দিল রূপসী, বলে মৃদুমন্দ হাসি, পাবে মোরে কর অন্বেষণ ॥ কাঞ্চন সহর যথা, সে রমণী আছে তথা, হীরালালের কন্যা সেই হয়। আছে সপ্তার্ণব পার, সন্ধান কে করে তার, সে আশয়ে প্রাণ বাহি রয় ॥ ইগেল কহে সত্বর, মনোমধ্যে ধৈর্য্য ধর, আমি তার করিব বিহিত ॥ লয়ে যাব তার কাছে, ইথে কি ভাবনা আছে, তাহাতে না হইবে ভাবিত ॥ করেছ যে উপকার, শুধিতে নারিব ধার, সুস্থ হয়ে থাক তুমি হেথা। গাত্রেতে না মাংস ছিল, ঔষধ আনিয়া দিল, মাংস হল ঘুচিল সে ব্যথা। সীতানাথ দত্ত বলে, তাহার অন্তিম কালে, রক্ষা কর হরি দয়াময়। অধম পামর জনে, স্থান দেও শ্রীচরণে তব পদে ভক্তি যেন রয় ॥

পয়ার। ইগেলের বাক্য শুনি নৃপ হরষিত। কহ পক্ষী কেমনে করিবে মম হিত ॥ কাঞ্চন সহর হয় সপ্ত অব্ধি পার। কি রূপে লইয়া যাবে তাহার ভিতর ॥ সেই কন্যা যদি মোরে পার ওহে দিতে। তবে প্রাণ পাই আমি এ মৃত দেহেতে ॥ যদি তুমি পার কর এঘোর তুফানে। বিক্রীত হইয়া আমি রব তব স্থানে ॥ একেক মন্ত্রণা আমি পাইতেছি বলে। এ সকল শাস্তি হবে তাহার

মিলনে।। করহ সখার কর্ম্ম ওহে পক্ষীবর। ভুলিতে নারিব আমি তব উপকার।। নৃপতির বাণী শুনি হংসেন তখন। আশ্বাস করিয়া তারে কহিছে বচন।। তুমি অতি ধর্ম্মবন্ত রসিক সুজন। অবশ্য মিলাবে বিধি তোমারে সে ধন।। কৃতসাধ্যে উপকার করিব তোমার। এতেক বিনয় কেন কর বারবার।। কল্য তোমায় সেই দেশে লইয়া যাইব। যে রূপে যাইব তার উপায় করিব।। চর্ম্মের সিন্দুক আছে আমার নিকটে। তুমি তাহে বসিয়া থাকিবে অকপটে।। তিন দিন লাগিবেক করিতে গমন। এইক্ষণে কর তবে ফল আহরণ।। ফল জল রাখ সেই সিন্দুক ভিতরে। তাহা না হইলে ক্লেশ পাবে অনাহারে।। শূন্য মার্গ দিয়া যাব তোমায় লইয়া। নাহিক তোমার ভয় থাক স্থির হৈয়া।। তিন দিনের মত ফল করিল সঞ্চয়। রাখিলেক ফল আনি পক্ষীর আলয়।। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নৃপবর। কহিছে পক্ষীর প্রতি সরস অন্তর।। ওহে প্রাণসখা লইয়া যাহ সেই থানে। কিছু নাহি ভাল লাগে তার অদর্শনে।। শুনিয়া তাহার কথা সেই পক্ষীবর। সিন্দুক আনিয়া এক দিলেক সত্বর।। ফলজল সিন্দুকের মধ্যেতে রাখিল। নরপতি তার মধ্যে আরোহণ কৈল।। ছয় দিনের আহার আনিয়া পক্ষীবর। পুত্রগণের নিকটে দিলেক সত্বর।। চল ওহে প্রাণসখা বলিয়া তখন। সিন্দুক লইয়া পক্ষী উঠিল গগণ।। অতি বায়ুবেগে যায় নাহি অবসর। দেখিয়া তাহার কর্ম্ম রাজা পায় ডর।। তিন দিন গিয়া তবে সেই দেশ পাইল। গ্রামের প্রান্তভাগে সিন্দুক নামাইল।। কাঞ্চনসহরে আসিয়াছি মহাশয়। সিন্দুক খুলিয়া সখা উঠহ ত্বরায়।। শুনিয়া পক্ষীর কথা

রাজা আনন্দিত। বাহির হইল তবে হইয়া ত্বরিত॥ বিহঙ্গমে স্তব স্তুতি বিস্তর করিল। তুমি সখা হইতে বড় উপকার হইল॥ তব সম বন্ধু যেন জন্মে২ পাই। তোমার মতন সখা ত্রিভুবনে নাই॥ পক্ষী তবে নৃপ বরে করে উপদেশ। সাবধান হইয়া থাকিবে এই দেশ॥ একেত দৈত্যের রাজ্য তাহে নারীআশা। সংগোপনে কোন স্থানে কর গিয়া বাস॥ রাজসুতার বাটি যেই যাতায়াত করে। বিনয় পূর্ব্বকে তুমি কহিবে তাহারে তবে তব বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে নিশ্চয়। এতেক বলিয়া পক্ষী মাগিল বিদায়॥ নগর মধ্যেতে রাজা করিল প্রবেশ। ভাবে মনে ত্রিভুবনে নাহি হেন দেশ॥ মনোহর অট্টালিকা অতি সুশোভন। অনুমান হয় যেন ইন্দ্রের ভবন প্রতি ঘরে গান বাদ্য নাহি দুঃখ লেশ। পুরুষ রমণী করে মনোহর বেশ॥ পরস্পর সৌহৃদ্যতা করে সর্ব্ব জন। যার যেই কর্ম্ম সেই করে অনুক্ষণ॥ বালকেতে বিদ্যা শিখে হয়ে একমন। যুবকগণেরা ধন করে উপার্জ্জন॥ দোকানি পসারিগণ আছে সারি২। খদ্দের দেখিলে তারা লয় আগুসরি॥ অনাচার কর্ম্ম যদি কোন জন করে। তখনি সে দণ্ড পায় রাজার গোচরে ধর্ম্মবন্ত গুণবন্ত হয় যত জন। রসিকতা পরস্পর মিষ্ট আলাপন॥ বয়েসের জ্যেষ্ঠ যেই রাখে তার মান। বিশেষে মানীর নাহি করে অপমান॥ অনশন থাকে যেই নাহিক উপায়। রাজার নিকট হৈতে মাসহারা পায়॥ দেখিয়া নগর শোভা হিমন্ত ভূপতি। অনেক প্রশংসা কৈল হয়ে হৃষ্ট মতি॥ মনে মনে ভাবে ভূপ যাইব কোথায়। কে আসিয়া স্বাপক্ষতা করে এ সময় যাইতে২ এক নিম্ববৃক্ষ দেখে। তাহার তলায় ভূপ ব-

সিল কৌতুকে ॥ কেমন করিয়া আমি যাইব তার কাছে। মনেং এই রাজা চিন্তা করিতেছে ॥ এমন সময় এক আইল নাপ্তিনী। অর্দ্ধেক বয়স তবু রসিকা সেঁ ধনী ॥ ছেড়াচুলে খোপা বান্ধা দন্তে গোলা মিসি। নাগর বিহনে নাহি থাকে এক নিশি ॥ দিনা নিশি পর নিন্দা খুজিয়া বেড়ায়। অনিত্য কোন্দল করে কারে না ডরায় ॥ ছলে বলে কথা কত কয় অবিকল। মেছেতা ভুলিয়া মুখ করেছে উজ্জ্বল ॥ আস্তার চুপড়ি কাঁখে ঘন ঘন চায়। ভাতিদাড়া দিয়া গায় দোলাইয়া যায় ॥ প্রথম বয়সে জার ছাড়া না থাকিত। বুড়া কাল হল তবু আছয়ে কিঞ্চিত ॥ অরসিক জনে মিছে কথায় ভুলায়। মন দিয়া টাকা লয়ে ঠকাইয়া খায় ॥ নাপ্তিনী কহিছে তবে ভূপতির আগে। সত্য করি বল ওহে মোর মিথ্যা লাগে ॥ কোন দেশে থাক তুমি তোমার কি নাম। আমারে বলিলে সিদ্ধি হৈবে মনস্কাম ॥ হেথায় বসিয়া তুমি আছ কি লাগিয়া। ইহার কারণ মোরে কহ বিস্তারিয়া ॥ শুনিয়া তাহার বাক্য নরপতি বলে। আসিয়াছি এই দেশে বাসা নাহি মিলে ॥ তুমি কোন জন আসি চাহ পরিচয়। কিবা জাতি কের সদা কোন ব্যবসায় ॥ নৃপের বচন শুনি কহিছে সুন্দরী জাতিতে নাপিত আমি নিজ কর্ম্ম করি ॥ রাজার দুহিতা বড় ভাল বাসে মোরে। মালিক মিলয়ে মোর তাহার গোচরে ॥ আমি বড় অভাগিনী নাহি মোর কেহ। বন্ধু বান্ধব নাহি করিবারে স্নেহ ॥ শুনিয়া তাঁহার বাক্য রাজা মনে ভাবে। ভাল হল এই হৈতে কার্য্য সিদ্ধি হবে ॥ নাপ্তিনীর প্রতি তখন কহিছে রাজন। হিমন্তনগরে বাস করি অনুক্ষণ ॥ আসিয়াছি ভ্রমণ করি

ঙ্গে এ সহর। বাসার কারণ আমি ভাবি নিরন্তর ॥ কোথায় রহিব আমি কি করি এখন। শুনিয়া নাপ্তিনী তারে কহিছে বচন ॥ আইস আমার সঙ্গে যদি ইচ্ছা হয়। অহর্নিশি থাক তুমি আমার আলয় ॥ তার সঙ্গে নৃপবর করিল গমন। রচিল শ্রীসীতানাথ কামিনী রঞ্জন

ত্রিপদী। নৃপবরে সঙ্গে লয়ে, নাপ্তিনী যে নিজালয়ে মনসাধে আসি উত্তরিল। চৌদিগে প্রাচীর আছে, উত্তম পুষ্করণী কাছে, সংগোপন অতি রম্য স্থল ॥ দক্ষিণে যে ঘর ছিল, তাহা ভূপতিরে দিল, হয়ে অতি প্রফুল্ল অন্তর। আহারের দ্রব্য যত, সকল করি প্রস্তুত, রাজ্ঞিনারে কহিল সত্বর ॥ কিসমত্তের অধিকারী, রন্ধন ভোজন করি, নিদ্রাবশে কাটাইল শর্ব্বরী। উঠি প্রভাত সময়, প্রাতঃকৃত্য, সারি রায়, এক মনে পূজিল শ্রীহরি ॥ ত্বরায় বাসায় আসি, নাপ্তিনীরে কহে হাসি, মাসিকের করহ নির্ণয়। প্রথমে নির্দ্ধার্য্য কয়, হবেনাক কথান্তর, শেষে পাছে হয় অবিনয় ॥ নাপ্তিনী হাসিয়া কয়, শুন শুন মহাশয়, আমি অতি দুঃখিনী রমণী। রহিবেন মমালয়, উচিত যে মূল্য হয়, দয়া করি দিবেন আপনি নাপ্তিনীর বাক্য শুনি, কহিতেছে নৃপমণি, ছয় তঙ্কা পাবে প্রতি মাসে। বর্ষ পূর্ণ হলে পর, বিবিমতে পুরস্কার, করিব যে মনের মানসে ॥ রহিলাম তব ঘর, সম্পর্ক নির্ণয় কর, কি বলিয়া ডাকিব তোমায়। নাপ্তিনী কহিছে তারে, হরিষ হয়ে অন্তরে, পিসী বলি ডাকিহ আমায় ॥ কি আশা করিয়া মনে, আসিয়াছ এই স্থানে, তার কিছু না পারি বুঝিতে। আছে তব যে বাসনা, প্রকাশ করি বলনা, চেষ্টা তার করি বিধি মতে ॥ এতেক বচন শুনি, নৃপ সবিস্ময় মানি, আদ্য অন্ত তাহারে

কহিল। হয় কি না হয় জানি, দৈত্যরাজার নন্দিনী, যেই রূপে দরশন দিল॥ নাপ্তিনী শিহরি কয়, সামান্য এ কর্ম্ম নয়, কেমনেতে কহিব তাহারে। হইলে পরে জানাজানি, প্রাণ নিয়া টানাটানি, কলঙ্ক রটিবে ত্রিসংসারে॥ নরপতি বলে তারে, অত্যন্ত যতন করে, কি হইবে বল মম গতি। বিনয় পূর্ব্বকে তারে, কহিবে আমার তরে, ভুলেছে কি সেই গুণবতী॥ যদি আমি তারে পাই, কলঙ্কে নাহি ডরাই, যাক প্রাণ তার নাহি খেদ। অরণ্য মধ্যেতে গিয়া, আমারে সে দেখা দিয়া, তীক্ষ্ণ শরে কৈল মর্ম্মভেদ। যে জন প্রেমিক হয়, কলঙ্কে নাহি ডরায়, মরণের ভয় নাহি রাখে। নজরে যে লাগে যার, সে হয় উত্তম তার, দোষ কৈলে গুণ তার দেখে॥ সময় বিশেষে তবে, এ দুঃখ তাহারে কবে, যেন তার দয়া হয় মনে। দয়া নাহি হইলে তার, সকল হবে অসার, তবে আর কি কাজ জীবনে॥ না কহিবে অসময়, যদি এ নিষ্ফল হয়, কিসে হবে মম অব্যাহতি। সব আশা ভঙ্গ হবে, বিরহানলে দহিবে, প্রত্যম দণ্ডিবে মহা রতি॥ তাহার বচন শুনি, কহিছে নাপ্তিনী ধনী, স্থির হও ভাবনা অন্তরে। অবশ্য তাহারে কব, বিধিমতে চেষ্টা পাব, ঘটাইতে পারি যে প্রকারে॥ শুনহ বাছাধন, নারীতে মজায়ে মন, ধন প্রাণ সব কর হেলা। সে যদি অগ্রাহ্য করে, প্রকাশ করয়ে পরে, তরিবার নাহি দেখি ভেলা॥ তার দেশ তার ভূমি, কি বোল বলিবে তুমি, প্রাণ তোমার লবে অনায়াসে। হবে বড় অপমান, কিম্বা মম লয় প্রাণ, নাহি জানি কি হইবে শেষে॥ তথাচ তোমার লাগি, এ কর্ম্মে হয়ে উদ্যোগী দেখিব তা পারি কি না পারি। চতুর বড় সে ধনী, শঠ

তার শিরোমণি, অন্য নারীর মত নহে নারী ॥ নাপ্তিনীর করে ধরি, কহিছে বিনয় করি, এই কথা তারে গিয়া কহ। গিয়া অরণ্যের মাঝে, মজায়ে হিমন্তরাজে, আসিয়াছ করিয়া নিগ্রহ ॥ ত্বরায় নাপ্তিনী ধনী, যথায় রাজনন্দিনী, সেইখানে আসি উত্তরিল। সীতানাথ দত্ত ভণে, শুনহ রসিক জনে, অতঃপর যে প্রসঙ্গ হল ॥

পয়ার। নাপ্তিনীরে দেখি তবে দৈত্যের নন্দিনী। পরিহাস ছলে কিছু কহে তারে বাণী ॥ আইসহ নাপ্তিনী দিদি পড়েছে কি মনে। বল২ এত দিন ছিলে কোন স্থানে ॥ নাগর নাহিলে তুমি থাক এক নিশি। এবড় আশ্চর্য্য কথা শুনে পায় হাসি ॥ বুড়ীহলি তবু তোর খেদ না মিটিল। কেমনে ভুলাও বন্ধু কহিয়া কি হল ॥ নাপ্তিনী কহিছে তারে বিনয় বচনে। মিছে কেন পরিহাস কর মোর সনে ॥ কি দেখি আসিবে বন্ধু নাহিক যৌবন। শুষ্ক ফুলে ভ্রমরার নাহি লয় মন ॥ তোমার মত যদি হইতাম যুবতী। অনেকে করিত বাঞ্ছা করিতে পিরীতি ॥ তোমার যৌবন কাল হইল উদয়। বিবাহ না দিল পিতা লজ্জার বিষয় ॥ বিরহিণী হয়ে তুমি কত কাল রবে। তোমার ভাবনা আমি মরি ভেবে২ ॥ এতেক বচন যদি কহিল নাপ্তিনী। তাহারে ভৎসিয়া কিছু কহিছে সে ধনী ॥ প্রজাপতি যেই দিন সদয় হইবে। বিবাহ হইবে মোর চক্ষেতে দেখিবে ॥ কিসের ভাবনা তোর আমার লাগিয়া। পড়সীর নিদ্রা নাই ভুলে যায় বিয়া ॥ নাপ্তিনী কহিছে তারে করিয়া মিনতি। এক কথা নিবেদন করি রসবতী ॥ অভয় প্রদান যদি করহ আমারে। ভাঙ্গিয়া সকল কথা কহিব তোমারে ॥ রাজার নন্দিনী তবে বলিছে তাহারে। অভয় প্রদান আমি

করিলাম তোরে ॥ সত্য করি বল দেখি সেই কথা শুনি। হাসিয়া নাপ্তিনী তারে কহিতেছে বাণী ॥ অরণ্য মধ্যেতে কারে ছলনা করিয়া। নিচিন্ত হইয়া তুমি রয়েছ বসিয়া ॥ তব ভাব ভঙ্গিমাতে মজিয়া সে জন। একবারে হইয়াছে বাতুল যেমন॥ সপ্তার্ণব পার হয়ে এসেছে এখানে। বাসা করি রহিয়াছে আমার ভবনে॥ যে রূপে ছলনা তুমি করিলে তাহায়। সকল বিষয় সেই কহিল আমায়॥ যতন করিয়া তব কাছে পাঠাইল। সতেক মনের দুঃখ সকল বলিল॥ তাহারে আশ্বাস যদি করহ এখন। এবিপদে তবে তার বাঁচয়ে জীবন॥ নচেৎ তাহার প্রাণ রয় কি না রয়। বুঝিয়া করহ কর্ম্ম ভাল যাতে হয়॥ নাপ্তিনীর কথা শুনি আশ্চর্য্য হইল। ভাবে মনে কেমনে সে এখানে আইল॥ একে সপ্তাম্বুধি পার তাহার নিবাস। বনের কি কব কথা নাহি দিশপাশ॥ অনেক সঙ্কটেতে কেমনে হৈল পার। বুঝিতে না পারি আমি এ কেমন নর॥ করেছে অদ্ভুত কর্ম্ম অসাধ্য সাধন। রাজ্যধন সকলি দিয়াছে বিসর্জ্জন॥ একান্ত আমার প্রতি মজাইয়া মন। পর্ব্বত জঙ্গল কত কৈল পর্য্যটন॥ বড়ই প্রেমিক সেই চতুরের সার। অবশ্য করিব তার আশার সুসার॥ পিতা মাতা ইহার সন্ধান যদি পায়। নর বলি তাচ্ছিল্যতা করিবেক তায়॥ কদাচ আমার সঙ্গে বিভা না হইবে। আমার লাগিয়া সেই প্রাণেতে মরিবে॥ দেখা দিয়া তারে করিলাম অঙ্গীকার। সে বাক্য লংঘন হবে কেমনে আবার। ধর্ম্মেতে পতিত হব সে হৈলে নৈরাশ্য। তাহাতে যে করিয়াছে দুরন্ত ভরসা॥ সংগোপনে বরমাল্য করিব প্রদান। নিশ্চিত হইবে ইহা যদি থাকে প্রাণ॥ নাপ্তিনীর প্রতি কহে রা-

আর দুহিতা। বড় তুষ্ট হইলাম শুনি তব কথা ॥ যথার্থ এসব কথা কিছু মিথ্যা নয়। সংগোপনে এনো তারে আমার আলয় ॥ পিতা মাতার নিকটেতে না কর প্রকাশ। এই কথা শুনিলে হইবে সর্ব্বনাশ ॥ নাপ্তিনী কহিছে তারে বিনয় বচনে। একি বড় অসাধ্য তারে আনিতে গোপনে ॥ যদ্যপি ভূপতি এই কোন কথা শুনে। পলকেতে প্রলয় করিবে তৎক্ষণে ॥ দৈত্যের কুমারী বলে ভয় কি তোমার। ঘটনা হইলে পরে হবে যা হবার ॥ সম্মুখে উদ্যান আছে অতি মনোহর। কল্য রাত্রে এনো তারে ইহার ভিতর ॥ বিরলেতে এনো যেন কেহ নাহি জানে। আমি মাল্য বদল করিব তার সনে ॥ দেখো তবে এই কথা অন্যথা না হয়। কল্য রাত্রে আমি গিয়া থাকিব তথায় ॥ এত বলি নাপ্তিনীরে বিদায় করিল। রাজার নন্দিনী বড় আনন্দে ভাসিল ॥ নাপ্তিনী হরিষ হয়ে করিল গমন। সীতানাথ দত্ত ইহা করিল রচন ॥

লঘুত্রিপদী। নাপ্তিনী তখন, আপন ভবন, আইল আনন্দ মনে। আরবার ভাবে, কেমনে এহবে, কভু রবে না গোপনে ॥ একি হৈল দায়, না দেখি উপায়, মিছা কাজে মজাইবে। রাজা যদি জানে, বাঁচাবেনা প্রাণে, প্রেমে প্রমাদ ঘটিবে ॥ যদি নৃপবরে, জানাই সত্বরে, না শুনিবে এ বচন। নিজ দুহিতারে, না দিবে ইহারে, বিষাদ ভাবি এখন ॥ রসিক নাগর, হইবে কাতর, যদি তারে নাহি পায়। জীবন না রবে, প্রাণেতে মরিবে, মজিয়া তার আশায় ॥ এতেক ভাবিয়া, নিকটে ডাকিয়া, হিমন্ত রাজারে কয়। শুন বাছাধন, তোমার কারণ, বিস্তর বুঝাতে তায় ॥ করেছি সম্মত, হও না ভাবিত, গোপনে যাইতে

হবে। করিল বারণ, পিতার সদন, কদাচ ইহা না কবে॥ তাহার জনক, হয় কালান্তক, জানিলে না হবে বিভা। দৈত্য অধিপতি, হবে ক্রোধ মতি, জানাইলে ফল কিবা॥ বাটীর সদন, আছে রম্য বন, উত্তম উদ্যান তথা। কল্য রজনীতে, কহিল যাইতে, ইহাতে নাহি অন্যথা॥ এতেক বচন, শুনিয়া রাজন, আনন্দ সাগরে ভাসে। হস্তের অঙ্গুরি, দিয়া স্বরাস্বরি, নাপ্তিনী ধনীরে তোষে॥ কহিছে ভূপতি, নাপ্তিনীর প্রতি, করিলে যে উপকার। যত দিন জীব, ইহা না ভুলিব, এবিপদে হইনু পার॥ তুমি যে হিতাসি, হইলে গো পিসি, কহিতে নাহি জুয়ায়। আমার কারণ, অসাধ্য সাধন, করিলে বুঝায়ে তায়॥ এতেক বলিয়া, নিজ স্থানে গিয়া, শয়ন করিল সুখে। পোহালে শর্ব্বরী, দুর্গানাম স্মরি, প্রভাতে উঠে কৌতুকে॥ কর্ম্ম নিয়মিত, করিল তাবত, স্নানাদি ভোজন হৈল। মধ্যাহ্ন সময়, রহিল নিদ্রায়, পরে বৈকাল আইল॥ দিবাকর পানে, চাহে ক্ষণেং, কত ক্ষণে রবি যায়। হইবে মিলন, আনন্দিত মন, রজনী হৈল উদয়॥ হোথায় সুন্দরী, লয়ে সহচরী, উদ্যান ভিতরে গিয়া। অট্টালিকাপর, উঠিল সত্বর, মনে হরষিত হইয়া॥ বিছানাদি যত, বিছায় তাবত, আনি তোষক প্রভৃতি। ঝাড় দেলগিরি, রাখে সারিং, ফানসে শোভিছে বাতি। নানা আয়োজন, করিল তখন, সুগন্ধি কস্তূরি চুয়া। মসলাদি যত, করিল প্রস্তুত, কর্পূর তাম্বুল গুয়া॥ খাদ্য দ্রব্য যত, কৈল বিধিমত, আনিল পুষ্প চন্দন। গোলাপী আতর, আর লেবেণ্ডার, সৌরভে প্রফুল্ল মন॥ তবলা তানপুরা, অতি মনোহরা, পাখওয়াজ আদি করি। বসি

ত্তে বাহুল্য, হইবে তাচ্ছল্য, লোকের নিন্দাতে ডরি ॥ হ-ইল শর্ব্বরী, বেশ ভুষা করি, বসিল পালঙ্কোপরে। কত ক্ষণে ধনী, দেখে গুণমণি, ইহা ভাবিছে অন্তরে ॥ হো-থায় তখন, হিমন্ত রাজন, রন্ধন ভোজন সারি। বলে নাপ্তিনীরে, হরিষ অন্তরে, লয়ে চল ত্বরা করি ॥ হৈল সুপ্রভাত, হইবে সাক্ষাৎ, তার সঙ্গে সংগোপনে। বিরহ যাতনা, হইবে শান্তনা, সে রমণীর মিলনে ॥ অর্দ্ধেক রজনী, দেখিয়া নাপ্তিনী, কহিল তাহার প্রতি। করহ সুবেশ, করিতে প্রবেশ, রাজসুতার বসতি ॥ তবে যুব রাজ, করিয়া সুসাজ, চলিল নাপ্তিনী সঙ্গে। সংগোপন পথে, চলিল ত্বরিতে, অতিশয় মনোরঙ্গে ॥ ক্ষণকাল পর, উদ্যান ভিতর, প্রবেশিল দুই জনে। নাপ্তিনীরে দেখি, বলে যত সখী, চল ঠাকুরাণী স্থানে ॥ সেই বিধু মুখী, নাপ্তিনীরে দেখি, দেখে সঙ্গে গুণাকর। অতি ত্বরা করি, অভ্যর্থনা করি, বসালে পর্য্যঙ্কোপর ॥ নীচেতে নাপ্তিনী, বসিল আপনি, আসন আনিয়া দিল ॥ নাগরের প্রতি, চাহি রসবতী ব্যঙ্গ করি জিজ্ঞাসিল ॥ করিয়া কি মনে, কেন এই স্থানে, ইহার কারণ বল। রমণীগুলে, আইলে অবহেলে, মনেতে শঙ্কা না হলো ॥ শুনি তার বাণী, কহে নৃপমণি, যা কহিলে মিথ্যা নয়। অরণ্যেতে গিয়া, আমারে ছলিয়া, আসিয়াছ নিজা-লয় ॥ তোমার কারণ, করি পর্য্যটন, ভ্রমিলাম দেশে২। অনেক যতন, করি প্রাণপণ, আসিয়াছি এই দেশে ॥ আসিতে হেথায়, বলিলে আমায়, নাপ্তিনী পিসীর কাছে। তোমার কথায়, আসি যে হেথায়, ইথে সন্দেহ কি আছে ॥ কথোপকথন, করি দুইজন, পরে গান বাদ্য হলো। রজনীর শেষে, মনের হরিষে, মাল্য বদল ক-

রিল।। জলপান করি, পর্য্যঙ্ক উপরি, সুখে করিল শয়ন। হরষিতান্তর, করিয়ে বিহার, উভয়ে হেল মিলন শৃঙ্গার বর্ণনা, আর করিব না, ভাবে বুঝহ সকল। সীতানাথ দত্ত, করি এক চিত্ত, এই গ্রন্থ বিরচিল।।

পয়ার। রজনী প্রভাত হয় এমন সময়। দৈত্যসুতার নিকটেতে মাগিছে বিদায়॥ বৈল হে প্রেয়সী আসি না পারি রহিতে। যদ্যপি হেথায় কেহ দেখে আচম্বিতে।। এ পিরীত ভঙ্গ হবে প্রমাদ ঘটিবে। জানিলে দৈত্য রাজন মম প্রাণ লবে।। এই বেলা চুপেং যাইব বাসায়। যাবৎ তপন দেব না হয় উদয়।। শুনিয়া তাহার বাক্য কহিছে সুন্দরী। না হেরে তোমারে সখা রহিতে না পারি।। কেমনে বিদায় দিব ওহে গুণমণি। রাখিল আমার প্রাণ আনি দিনমণি।। সুধু দেহ লয়ে আমি রহিব এখানে। দিবস কি রূপে যাবে ভাবিতেছি মনে।। প্রেয়সীরে শান্ত্বনা করিয়া নররায়। মালিনীর সঙ্গে তবে আইল বাসায়।। নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম কৈল সমর্পণ। প্রেয়সীর ভাব ভঙ্গি ভাবে অনুক্ষণ।। গগণেতে কখন উদয় হবে শশী। এই চিন্তা নৃপবর করিতেছে বসি।। রজনীতে প্রেয়সীরে করি দরশন। তাহারে না দেখি মন হয় উচাটন।। রসরাজ এক মনে ভাবিছে যেমন। দৈত্যের নন্দিনী চিন্তা করিছে তেমন।। ভাবিতেং আইল সুখের যামিনী। রন্ধন ভোজন তবে করি নৃপমণি।। একেলা প্রেয়সী কাছে আইল তখন। উভয়ে উভয় হেরি হরষিত মন।। নাগরের করে ধরি বসাইল কাছে। বলে এতক্ষণে প্রাণ দেহেতে এসেছে।। রাজা বলে শুন প্রিয়ে বলি যে তোমায়। দিবসেতে থাকি আমি হয়ে মুগ্ধ প্রায়।। যাবৎ না দেখি আমি তব মুখ

শশী। অকুল সাগরে পড়ি নিরানন্দে ভাসি॥ মন সাধে দুই জনে রজনী বঞ্চিল। নিশি শেষে নরপতি বাসায় আইল॥ এই রূপে নিত্যং করয়ে বিহার। সুখের সাগরে ভাসে নাগরী নাগর॥ এক দিন নিশিযোগে হিমন্ত রাজন। দৈত্যসুতার গৃহে করিছে গমন॥ এমন সময় শুন আশ্চর্য্য ঘটন। সহর কোটাল তারে দেখিল তখন॥ ভাবে মনে এই জন কোথাকারে যাবে। বোধ হয় পড়েছে কোন রমণীর ভাবে॥ নচেৎ এ যায় কোথা এঘোর নিশিতে। ইহার কারণ মোরে হইবে জানিতে॥ মিথ্যা কথা বলিবেক জিজ্ঞাসা করিলে। পশ্চাতেং তার সংগোপনে চলে॥ রাজকন্যার উদ্যানে প্রবেশ করিল। দেখিয়া কোটাল বড় আশ্চর্য্য হইল॥ বলে আমি দেখিব এ কি করে এখন। পশ্চাতে উদ্যানে তার করিল গমন॥ দেখিল উঠিল গিয়া অট্টালিকা পরে। কি করি এখন বলি ভাবিছে অন্তরে॥ অট্টালিকার সম্মুখেতে বৃক্ষ এক ছিল। তাহার উপর উঠি বসিয়া রহিল॥ প্রাঙ্গনের দ্বার খোলা দেখিতে পাইল। রাজকন্যার সঙ্গে সেই যে রূপে বঞ্চিল॥ কোটাল ভাবিছে মনে ধরিব এখন। কতক্ষণে এই বেটা করিবে গমন॥ এতেক ভাবিয়া গেল অট্টালিকাপরে। নিঃশব্দে রহিল গিয়া বারাণ্ডার দ্বারে॥ প্রেয়সীর কাছে তবে বিদায় মাগিয়া। হিমন্ত রাজন যায় সেই স্থান দিয়া॥ হেন কালে কোটাল ধরিল তার কর। বলরে নিলজ্জ বেটা কোথা তোর ঘর॥ মরিতে বাসনা করি আইলে এই স্থানে। আজি তোরে পাঠাইব শমনভবনে॥ এতেক বলিয়া তারে বন্ধন করিল। রাজার নন্দিনী শুনি তথায় আইল॥ দেখে প্রাণনাথে তার ধরেছে কোটাল। আস্কা

লন করিছে যেন কালান্তের কাল ॥ মনে ভাবে রাজসুতা না দেখি নিস্তার। প্রাণকান্তে রাজা আজি করিবে সংহার ॥ কোটালের প্রতি কহে রাজার দুহিতা। বিনয় পূর্ব্বকে তোরে কহি এক কথা ॥ এবিপদে তুমি মোর কর পরিত্রাণ। প্রাণকান্তে বাঁচাইয়া রাখ মম মান ॥ যাহা চাহ তাহা দিব নাহিক অন্যথা। কোটাল কহিছে তবে শুনি তার কথা ॥ রাজার কুমারী হয়ে এমন ব্যাভার। কুল কলঙ্কিনী মাথা কাটালি রাজার ॥ অর্থের বাসনা কিছু নাহি মম মনে। ইহারে লইয়া দিব রাজার সদনে ॥ কোটালের স্থানে কৈল বিস্তর মিনতি। তবু ছাড়াইতে না পারিল প্রাণপতি ॥ কোটালে কহিছে ধনী কান্দিয়াই। প্রাণকান্তে লয়ে যাহ আমায় বধিয়া ॥ আগে যদি মরিতাম তাহা ভাল ছিল। প্রাণনাথের এবিপদ দেখিতে হইল ॥ ধরাসনে পড়ি ধনী করয়ে রোদন বায়েং চাহে প্রাণনাথের বদন ॥ তথাপি সে কোটালের দয়া না জন্মিল। রাজার নিকটে বান্ধি লইয়া চলিল ॥ বন্ধি করি রাখে তারে আপন ভবন। সীতানাথ দত্ত ইহা করিল রচন ॥

ত্রিপদী। প্রভাত হল শর্ব্বরী, চোরেরে বন্ধন করি, যায় কোটাল রাজসন্নিধান। মন্ত্রীগণ সবিস্তারে, বসিয়াছে দরবারে, প্রভাতেতে ভূমি কম্পমান ॥ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী যত, সকলে হয়ে বেষ্টিত, রহিয়াছে ভূপতির কাছে। নকিবেতে ফুকরায়, কালোওয়াতে গীত গায়, সম্মুখে গোলাম খাড়া আছে ॥ প্রজাগণ কর লয়ে, আছে সবে দাণ্ডাইয়ে, কার মুখে না সরে উত্তর ॥ আসামী ফরিদী যত, মোকদ্দমা করে কত, ভট্টকেতে পড়ে রায়বার ॥ সাবধান হয়ে অতি, বিচার করে ভূপতি, অ-

ন্যায় না হয় তার স্থানে। যেই জন দুষী হয়, সমুচিত দণ্ড পায়, ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদের বিধানে ॥ এই রূপে দৈত্য পতি, হয়ে আনন্দিত মতি, রাজকার্য্য করে এক মনে। কোটাল তস্কর লয়ে,নৃপতির কাছে গিয়ে,ডালি দিল রাজ বিদ্যমানে ॥ কোটাল কহিছে বাণী, শুনহ নৃপমণি, এই বেটা বড় দুষ্টমতি। ধর্ম্মপথে নাহি মন, পাপ করে অনুক্ষণ হরে সদা পরের যুবতী ॥ তব দুহিতার সঙ্গে, থাকিল পরম রঙ্গে, কল্য রাত্রে ধরেছি ইহারে। তব কন্যা দুষ্টমতি, কুলে হৈল অখ্যাতি, ধন প্রাণ সপেছে তস্করে ॥ ব্যগ্র হয়ে রাজবালা, বিস্তর মোরে কহিল; অর্থ লয়ে ছাড় গুণমণি। আমি কহিলাম তারে, না ছাড়িব এ বেটারে, লয়ে যাব যথা নৃপমণি ॥ অনেক বুঝালে মোরে, ছাড়িয়া দিবার তরে, অবশেষে কান্দিল বিস্তর। না শুনিয়া তার বাণী, লয়ে চোর চূড়ামণি, হুজুরে আনিলাম সত্বর ॥ এ সকল বার্ত্তা শুনি, ক্রোধযুক্ত নৃপমণি, কহিছেন তস্করের প্রতি। সত্য করি কহ কথা, কেমনে আইলে হেথা, কোথা হয় তোমার বসতি দুহিতা হরিলি মোর, আজি প্রাণ লব তোর, নাহি দেখি তব অব্যাহতি। তুমি হও বড় খল, পাবে সমুচিত ফল, ঘুচাইব চুরির প্রকৃতি ॥ জিজ্ঞাসিছে নৃপমণি, মুখেতে না সরে বাণী, তার কিছু না করে উত্তর। জল্লাদের প্রতি কয়,লয়ে যাও এ বেটায়, মুণ্ড কাটি আনহ সত্বর। পাত্র মিত্র যত জন, নৃপবরে সম্ভাষণ, করে অতি বিনয় বচনে। শুনহ নরপতি, ইহাতে হবে অখ্যাতি, যদি চোরে বধহ জীবনে ॥ রাখ লয়ে কারাগারে, নিগূঢ় বন্ধন করে, শাস্তি এই দুর্জ্জনের পক্ষে। তস্করে না প্রাণে মার, কারাগারে বন্ধ কর, ইহা ভাল বধার অ

পিকে। সকলের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হয়ে নৃপমণি, অন্যো দের প্রতি ডাকি কন। তবে চোরে না বধিয়া, বক্ষেতে প্রস্তর দিয়া, কারাগারে করহ বন্ধন॥ রাজার হুকুম শুনি, কোটাল তাহারে আনি, কারাগারে বন্ধন করিল॥ বৃহৎ প্রস্তর দিয়া, রাখে বুকে চাপাইয়া, পরনারী হরণের ফল॥ পরে ভূপতি তখন, গিয়া কন্যার ভবন, ক্রোধভরে কহিছে তাহারে। করিলি কুব্যবহার, কুল আমার, কলঙ্ক রটালি ত্রিসংসারে॥ তোর যদি কাটি মাথা, তবে ঘুচে মম ব্যথা, রমণী বলিয়া পাইলে পার। স্ত্রীহত্যা করিলে পাপ, পাছে পাই মনস্তাপ, তাই তুই রহিলি এবার॥ এতেক ভর্ৎসনা করি, নৃপ গেল নিজ পুরী, রাজসুতা কাঁদিতে লাগিল। সীতানাথ দত্ত ভণে, শুনহ রসিক জনে, প্রেম লাগি প্রমাদ ঘটিল॥

পয়ার। কারাগারে বদ্ধ হইল হিমন্ত রাজন। এত দুঃখ পায় সেই নারীর কারণ॥ বিষাদ মনেতে করে কালের হরণ। অতঃপর শুন যাহা হইল ঘটন॥ নারদ আইল দৈত্যপতির নিকটে। দীক্ষাগুরু দেখি দাঁড়াইল করপুটে॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন। সুস্থ হইয়া বসিলেন তপোধন॥ কর্মাধ্যক্ষগণে সব করিয়া বিদায়। নিযুক্ত হইল নৃপ গুরুর সেবায়॥ বিবিধ খাদ্য দ্রব্য আনিয়া তখন। মনসাধে গুরুদেবে করিল অর্পণ॥ আহার করিয়া মুনি শয়ন করিল। দৈত্যপতি গুরুপদ সেবিতে লাগিল॥ ক্ষণেক বিলম্বে মুনি নিদ্রিত হইল। পরে নৃপবর স্নান ভোজন করিল॥ নিদ্রা হইতে উঠি মুনি রাজারে ডাকিল। আজ্ঞা মাত্র দৈত্যপতি তথায় আইল॥ ভূপতিরে দেবঋষি দেখিয়া তখন। সকরুণ ভাবে তাঁরে কহিছে বচন॥ হিমন্ত

অন্যথা, শীঘ্র চল তথা, শুভদিন আসি উদয় ॥ এমত বচন, রাজার নন্দন, শুনিয়া পক্ষীর মুখে। আনন্দ অপার, হইল তাহার, ভাসিল পরম সুখে ॥ পাত্রের নন্দনে, বলে ততক্ষণে, চল যাই কর্ণাটেতে। আমারে রঞ্জন, করিল যে জন, দেখা দিয়া স্বপনেতে ॥ স্বয়ম্বর তার, হইবে এবার, শুনেছি শুকের কাছে। বরমাল্য মোরে, দিবেক সত্বরে, ইহাতে চিন্তা কি আছে ॥ করিয়া গণন, দেখিল এখন, পক্ষিবাক্য মিথ্যা নয়। তাহার বিবাহ, হইবে নির্ব্বাহ, আমার সঙ্গে নিশ্চয় ॥ পাত্রের নন্দন, কহিছে তখন, শুনহ আমার কথা। অবশ্য সেখানে, যাব দুই জনে, ইথে নাহিক অন্যথা ॥ শুক শারী লয়ে, সেই দেশে গিয়ে, চর রহিব এখন, যত সমাচার, পাইব তাহার, শুকেরে করি প্রেরণ ॥ দুজনে তখন, করিছে গমন, শারী শুক লয়ে সঙ্গে। দেখে কত দেশ, নাহি হয় শেষ, চলে অতি মনোরঙ্গে ॥ নদ নদী কত, এড়ায় পর্ব্বত, তার সংখ্যা কেবা করে। যে পথ না জানে, শুক শারী স্থানে, জিজ্ঞাসা করে সত্বরে ॥ এমত করিয়া, চারি দিনে গিয়া, সেই দেশে প্রবেশিল। নগর মধ্যেতে, সন্ধান করিতে, উত্তম আওয়াস পাইল ॥ রন্ধন ভোজন, করিয়া তখন, রহিলেন সেই স্থানে। শুভদিন কবে, প্রকাশ হইবে, তাহা ভাবিতেছে মনে ॥ তাহারা দুজন, করিয়া ভ্রমণ, দেখয়ে নগর শোভা। মনোহরালয়, স্থানেহ রয়, কার সাধ্য বর্ণে কেবা ॥ শুকেরে তখন বলেন রঞ্জন, কর এই উপকার। কামিনীর স্থান করহ পয়ান, বার্ত্তা তুমি আন তার ॥ মম মনোব্যথা, জানাইবে তথা, কি রূপে হবে শান্ত্বনা। অকূল সাগরে, ভাসি দুঃখনীরে, কেমনে বাঁচি বলনা ॥ মজিয়া আশায়

একি হলো দায়, প্রকাশ করিতে নারী। স্বপ্নে দেখা দিয়া, শর নিক্ষেপিয়া, অদর্শন হলো নারী॥ কেমন প্রকারে, বরমাল্য মোরে, প্রদান করিবে ধনী। থাকিব কোথায়, জিজ্ঞাসিয়ে তায়, এই কথা আইস জানি॥ এতেক বলিয়া, পিঞ্জর খুলিয়া, শুকেরে ছাড়িয়া দিল। দ্রুতগতি যায়, কামিনী যথায়, সেই স্থানে উত্তরিল॥ আলিশা উপর, বৈসে পক্ষিবর, দেখিতে সে রমণীরে। কার্য্যের সাধন, করিব এখন, কেমনে তা চিন্তা করে॥ এমন সময়, আইল তথায়, কেশ শুকাইতে ধনী। শুক হেনকালে, তার প্রতি বলে, বিনয় পুর্ব্বকে বাণী॥ রসিক রঞ্জন, ভাবে সর্ব্বক্ষণ, স্বপনে দেখি তোমায়। এসেছে এখানে, তোমার কারণে, কর তারে পরিণয়॥ স্বপনে তাহারে, অঙ্গীকার করে, আসিয়াছ নিজালয়। কহি নিজ নাম, এই গ্রামে ধাম, দিলে তারে পরিচয়॥ রাজার নন্দনে, তোমারে স্বপনে, দেখিয়া পাগল প্রায়। অনেক বুঝায়ে, আশ্বাস করিয়ে, আনি তাহারে হেথায়॥ কামিনী তখন, পক্ষীর বচন, শুনিয়া আশ্চর্য্য হলো। সুন্দর পক্ষিটী, অতি পরিপাটি, কোন জন পাঠাইল॥ কামিনী তাহারে, কহিছে সত্বরে, শুন শুন পক্ষিবর। কহ বিবরণ, কাহার সদন, থাক তুমি নিরন্তর॥ কামিনীর বাণী পক্ষী তবে শুনি, কহে তারে পুনর্ব্বার। তন্ত্রিপাল নাম, বড় গুণধাম, রঞ্জন তাঁর কুমার॥ আমারে পাইয়া, সন্তোষ হইয়া, রাখিয়াছে যত্ন করি। দুষ্মন্ত নগর, থাকি নিরন্তর, শুন গো রাজকুমারি॥ তোমারে স্বপনে, দেখিয়া সে জনে, হইয়াছে হতজ্ঞান। আসিয়া হেথায়, পাঠাইল আমায়, কহিতে তোমার স্থান পক্ষি মুখে বাণী, শুনিয়া সে ধনী, দুঃখসিন্ধু উথলিল। আ

আয় এখানে, জানিলে কেমনে,কে তোমায় বলিয়া দিল আমারে স্বপন,দেখেছে সে জন, কেমনে চিনিলে মোরে কর না অন্যথা, কহ সত্য কথা, ইহার প্রণালী করে ॥ কহে পক্ষিবর,আমার উত্তর,শুনহ বিনোদিনী। করিতে গণন, পারি অনুক্ষণ; ভুত ভবিষ্যৎ জানি ॥ গণন করিয়া এখানে আসিয়া, তোমারে চিনেছি তাই। কহ ধনী কবে স্বয়ম্বরা হবে, তার তত্ত্ব লয়্যা যাই ॥ যদি রাজবালা, দেহ তারে মালা,তাহলে সে বাঁচে প্রাণে। করিয়া মিলন কর কালযাপন, অহর্নিশি দুই জনে ॥ নচেৎ কেমনে; বাঁচিবেন প্রাণে, স্বপনে তোমারে হেরি। ভাবে অহর্নিশি, দুঃখনীরে পশি, দেহ কুল ও সুন্দরি ॥ পক্ষীর ভারতী; শুনি রসবতী, কহিছে তার কাছে। শুন খগবর, হব স্বয়ম্বর, সপ্তাহ বিলম্ব আছে ॥ জননী সদন, করিয়া গমন, কব স্বয়ম্বর কথা। দিলে অনুমতি, যাবে পত্র পাতি, মহারাজাগণ যথা ॥ শুন বিহঙ্গম, আমার আশ্রম, আইস পঞ্চ দিন পর। স্বয়ম্বর যবে, নিশ্চিত হইবে, জানিয়া কব সত্বর ॥ রজনী সময়, রয়েছি নিদ্রায়, স্বপন দেখিয়া তারে। নিদ্রা ভঙ্গ হলো, অঙ্গ শিহরিল, মীনকেতুর প্রহারে ॥ রঞ্জন কারণ, মন উচাটন, হয় মোর সর্ব্বক্ষণ। তাহার যেমন, আমার তেমন, সমভাব দুই জন ॥ বিনয় পূর্ব্বকে, কহিবে তাঁহাকে, বরমাল্য দিব তাঁয়। এতেক শুনিয়া, সন্তোষ হইয়া, পক্ষী মাগিল বিদায় ॥ সীতানাথ বলে, শুনহ সকলে, বিবাহ হৈল যে-মনে। যে রূপে সে ধনী, পাইল গুণমণি, তাহা বর্ণিব এক্ষণে ॥

পয়ার। শুক পক্ষী আইল যদি রঞ্জন গোচর। দেখিয়া তাহারে তবে জিজ্ঞাসে সত্বর ॥ যে নিমিত্তে গিয়া

ছিলে কামিনীর সদন। তাহার কি হৈল বল শুনির এখন দেখিয়াছ তুমি কিহে সেই রমণীরে। শুভ বার্ত্তা শুনাইয়া বাঁচাও আমারে ॥ রঞ্জনের কথা শুনি শুক পক্ষী কয়। গিয়াছিলাম আমি সেই রমণী আলয় ॥ তাহার সঙ্গেতে মোর হইয়াছে দেখা। কেশ শুকাইতে ধনী আসি ছিল একা ॥ তোমার মনের খেদ কহিলাম তারে। নিদ্রা বশে স্বপন দেখিলে যে প্রকারে ॥ শুনিয়া কামিনী চাহিলেন পরিচয়। বৃত্তান্ত জানাই সব করিয়া বিনয় ॥ সকল সমাচার পাইয়া সে রমণী। হর্ষ যুক্তা হয়ে মোরে কহে এই বাণী ॥ বোধ হয় আমি স্বপ্নে দেখেছি সে জনে। দিবস রজনী ভাবি তাহার কারণে ॥ তাহার যেমন মন আমার তেমন। সঁপিয়াছি সে জনারে জীবন যৌবন ॥ সপ্তম দিবস পরে স্বয়ম্বরা হব। বরমাল্য তারে আমি প্রদান করিব ॥ জননীর নিকটেতে করিয়া গমন স্বয়ম্বরা হব বলি কহিব এখন ॥ পঞ্চম দিবস পরে যাইতে কহিল। নির্দ্ধার্য্য করিয়া মোরে কহিল সকল ॥ শুক মুখে শুভবার্ত্তা পাইয়া রঞ্জন। আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল তখন ॥ হোথায় কামিনী ধনী কত মত ভাবে। রঞ্জনের সঙ্গে বিভা কি রূপেতে হবে ॥ এতেক চিন্তিয়া যায় জননী সদন। আইস্য বলি দিল বসিতে আসন ॥ জিজ্ঞাসিল রাণী তারে কুশল বারতা। ভাল আছি বলি ধনী নোয়াইলা মাথা ॥ শুন গো জননী এক করি নিবেদন। যে নিমিত্তে আসিয়াছি তোমার সদন ॥ যৌবন সময় মোর আসিয়া উদয়। কহিয়া পিতারে মোর দেহ পরিণয় ॥ স্বয়ম্বরা হব আমি করেছি মনন। বুঝিয়া করহ কার্য্য যাহা তব মন ॥ কন্যার ভারতী শুনি রাণী উপায় বনিতা। আশ্বাস করিয়া তারে কহে এই কথা ॥ রাজার নিকটে কহি দিব স্বয়ম্বর। তার জন্য কেন এত

চিন্তিত অন্তর॥ সপ্তম দিবস মধ্যে বিভা তব দিব। পত্র দিয়া যত রাজাগণে আনাইব॥ তাহাদের মধ্যে যাহারে লয় মন। বরমাল্য দিয়া তারে করিহ বরণ॥ জননীর মুখে শুনি এতেক বচন। আপন আলয়ে তবে করিল গমন॥ রাজার নিকটে রাণী গিয়া ততক্ষণ। মিনতি পূর্ব্বকে তারে করে নিবেদন॥ শুন২ মহারাজা বলিহে তোমায়। কামিনী আসিয়া অদ্য আমার আলয়। স্বয়ম্বর দিতে তার কহিল আপনি। কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ নৃপমণি॥ এ সকল বার্ত্তা তবে পাইয়া নৃপবর। বাহির দেওয়ানে বার দিলেন সত্বর॥ পাত্র মিত্র গণ প্রতি কহেন তখন। মম কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে এখন॥ লিখিয়া পত্রের পাতি কর নিমন্ত্রণ। রাজাগণে আন সব আমার ভবন॥ রাজআজ্ঞা পাইয়া তবে কর্ম্মচারিগণ। দেশে২ পত্রিকা যে করিল প্রেরণ। সখী মুখে বার্ত্তা সব রাজকন্যা পাইল। বিবাহের দিন স্থির যেই দিন হইল॥ পঞ্চম দিবশ গত হইল যখন। ভাবে মনে শুকপক্ষী আইসে কখন॥ ক্ষণে২ পথ পানে করে নিরীক্ষণ। শুকেরে দেখিলে তার সুস্থ হয় মন॥ ওখানে রঞ্জন কাছে বিহঙ্গম কয়। ষষ্ঠ দিবস আসি হইল উদয়॥ কামিনীর স্থানে আসি সংবাদ জানিয়া। কোন দিন সে নারীর হইবেক বিয়া॥ রঞ্জনের কাছে পক্ষী মাগিয়া মেলানি। চলিলেক দ্রুতগতি যথায় কামিনী॥ ক্ষণেক বিলম্ব পরে তথা প্রবেশিল। কামিনী দেখিয়া পক্ষী প্রফুল্ল হইল॥ বিহঙ্গম কহে তবে কামিনীর স্থানে। স্বয়ম্বর তোমার হইবে কোন দিনে॥ কোথায় রহিবেন রঞ্জন মহাশয়। ধার্য্য করি সেই কথা বলহ আমায়॥ শুনিয়া পক্ষীর কথা কহিছে সুন্দরী। বিবাহের বিলম্ব আছয়ে দিন চারি॥ স্বয়ম্বর সংবাদ

গিয়াছে দেশেং। আনিহ তাহারে তুমি পঞ্চম দিবসে বাটীর সম্মুখে এক আম্রবৃক্ষ আছে। দাণ্ডাইতে তাহারে কহিবে তার কাছে॥ আমি গিয়া মালা দিব তাহার গলায়। এই বাক্য স্থির করিয়াছি যে নিশ্চয়॥ যাওং খগবর তারে গিয়া বল। তিনি মম পতি হলে জীবন সফল॥ কন্দর্প আইসে যদি আমার কারণ। না করিব তারে বিভা এই মোর পণ॥ কামিনীর কাছে পক্ষী বিদায় হইয়া। যেখানে রঞ্জন তথা দেখাদিল গিয়া॥ কামিনী বলিল যাহা বলিতে রঞ্জনে। সকল বৃত্তান্ত শুক কহে ততক্ষণে॥ শুনিয়া পক্ষীর বাক্য আনন্দ হইল। পাঁচালী প্রবন্ধে সীতানাথ বিরচিল॥

ত্রিপদী। হোথায় ভূপতিগণ; পায়ে সবে নিমন্ত্রণ, কর্ণাট দেশেতে উত্তরিল। হইল উৎকৃষ্ট সভা, তাহার কি কব শোভা, নৃপ সব যথায় বসিল॥ সভ্য ভব্য যত জন, করে মিষ্ট আলাপন; সদা নৃত্য করয়ে নটিনী। হইয়া প্রফুল্ল কায়; গায়কেতে গীত গায়, শ্রবণেতে সুমধুর ধ্বনি॥ ভৃত্যগণ আছে যত, স্থানেং নিযোজিত, আজ্ঞা বর্ত্তি হয়ে দাণ্ডাইয়া। যে জন বলেন যাহা, তখনি করয়ে তাহা; রাখে মান সবারে তুষিয়া॥ হেথা তন্ত্রীপাল সুত হইয়া আনন্দ যুত, কহিছে পাত্রের কুমারে॥ চল সখা তৎপর; কামিনীর স্বয়ম্বর, হইবেক ক্ষণকাল পরে। অঙ্গীকার কৈল ধনী, শুক দিল বার্ত্তা আনি; বরমাল্য দিবেক আমারে॥ আমারে সে কহিয়াছে; আম্র বৃক্ষের নীচে; দাণ্ডাইয়া রহিতে তথায়॥ পাত্র পুত্র বলে সখা; তথা তুমি যাহ একা, আমাতে কি আছে প্রয়োজন। যদি না চলিতে পারে, বরমাল্য দিবে কারে; পাছে করে অন্যেরে বরণ॥ শুকেরে জিজ্ঞাসা করি; রাজসুত ত্বরা করি, একা গল সামান্য বেশেতে। নিয়মিত স্থানে

গিয়া, রহিলেন দণ্ডাইয়া, বরমাল্য পবার আশাতে ।। কোথায় রাজকুমারী, মনোহর বেশ করি, পুষ্প চন্দন লয়ে হাতে। মনে জ্ঞান হয় হেন, স্বর্গ বিদ্যাধরী যেন; উপনীত হইল সভাতে। যতেক ভূপতিগণ, করি তারে দরশন, নাহি পারে আখিপালটিতে। একদৃষ্টে চাহি রয়, নাহি বদনফিরায়; মজে সবে তাহার রূপেতে।। রূপেরদেখি মাধুর্য্য, সকলে হল অধৈর্য্য, বলে হেনরূপ নাহি দেখি। নির্জ্জনেতে পিতামহ, গঠিল ইহার দেহ, মন মধ্যে হয়ে অতি সুখী ।। যতেক নৃপতি বলে, মাল্য দেহ মম গলে, করে সবে কোলাহল ধ্বনি। যাহার যে গুণ আছে, কহিছে কন্যার কাছে কারে। মুখ না চাহিল ধনী ।। আম্র বৃক্ষ কাছে গিয়া, দেখিতেছে নিরক্ষিয়া, যেই স্থানে দাণ্ডাইয়া রঞ্জন। তখন সে রাজবালা, গলে তার দিয়া মালা, প্রণমিয়া করিল গমন ।। ব্যাভার দেখিয়া তার, রাজা সব চমৎকার, খলং হাসিতে লাগিল। করে কোলাহল ধ্বনি, বলে সুরূপা রমণী, নীচের গলায় মালা দিল ।। সেই সব পরিহরি, রাজসুতার নিন্দা করি, যে যাহার চলিল ভবন। মহারাজা হেনকালে, কন্যারে ডাকিয়া বলে, নীচ জনে করিলে বরণ ।। সবে গেল নিন্দা করি, মস্তক তুলিতে নারি, বড় লজ্জা হইল আমার। জন্মাইয়া বড় বংশে, রত হইলে নীচ অংশে, এ তোমার কেমন ব্যাভার ।। পিতার গঞ্জনা শুনি, কহিছে কামিনী ধনী, কেন পিতা ভৎসহ আমায় ।। এহেন সামান্য জ্ঞান যাহারে করি বরণ, ডাকি ইহার লহ পরিচয়। আমি আমার আশে, রহিয়াছে হয়বেশে, গুণ ইহার করিয়াশ্রবণ শুক শারী স্থানে যত, হইয়াছি অবগত, রাজ চক্রবর্ত্তী এই জন। শুনিয়া কন্যার বাণী, হব যুক্ত নৃপমণি, রঞ্জনে কহেন তখন। বলহ আপন নাম, কোথায় তোমার ধা

মি হও কাহার নন্দন॥ শুন রাজা পরিচয়, কেন আর র ভয়, নীচ কুলে নহি যে উৎপত্তি। তন্ত্রীপাল নৃপ-ণি, আমার জনক তিনি, দুষ্মন্ত নগরেতে বসতি॥ রঞ্জন আমার নাম, আসিয়াছি তব ধাম, স্বপনেতে দেখিয়া কন্যারে। মনেতে হয়ে বিরাগী, এসেছি পা-বার লাগি, শুক পক্ষী বাক্য অনুসারে॥ শুকেরে করি ণ. তব দুহিতা সদন, সব তত্ত্ব পাইলাম তার। জীবন ন ধন, করিয়াছে সমর্পণ, তাই ভার্য্যা হইল আ-র॥ তব কন্যা নিদ্রা ঘোরে, স্বপনে দেখিয়া মোরে, সাধিছিল বরমাল্য দিতে। বিশেষ করি তদন্ত, শুক কহে আদ্য অন্ত, আমারে যে এখানে আসিতে॥ রঞ্জনের বাক্য শুনি, রাজা সবিস্ময় গণি, সব দুঃখ হইল সম্বরণ। সীতানাথ দত্ত ভণে, শুনহ রসিক জনে, ইতিহাস কা-মিনী রঞ্জন॥

পয়ার। পরম যতনে রাজা বলয়ে রঞ্জনে। আজি মম শুভ দিন তব আগমনে॥ পূর্ব্বের সাধন ফলে পাইলাম তোমায়। কন্যার ভাগ্যের কথা কহা নাহি যায়॥ তুমি হইলে জামাই আমার পরিতোষ। দয়া করি ক্ষমহ আমার যত দোষ॥ তোমার পিতার যশে পৃথিবী পুরিল। ক্ষমা করি এই রাজ্য মোরে সমর্পিল॥ এতেক বচন শুনি কহিছে রঞ্জন। তব দোষ কিছু ইথে নাহিক রাজন॥ না জানিয়া যাহা তুমি কহিলে আমায়। সেকারণ এত স্তব ন মহাশয়॥ রঞ্জনের কথা শুনি কহিছে ভূপতি। বিবাহের অয়োজন কর শীঘ্রগতি॥ আজ্ঞা মাত্র যত দ্রব্য স্তুত করিল। পাত্রপুত্রে আনিবারে রঞ্জন কহিল॥ ত গিয়া জানাইল পাত্রে নন্দনে। শারী শুক লয়ে ইল রঞ্জন সদনে॥ শারী শুকের কথা শুনি মোহিত জন। অনেক প্রশংসা তারে করিল তখন॥ পাত্রপু-

ঙ্গের বিধিমতে মান বাড়াইল । মধুর বচন বলি তাহা তুষিল ।। পরে রাজা করিলেক দিন শুভক্ষণ । না রূপ যত কর্ম্ম কৈল সমাপন ।। শুভ লগ্ন অনুসারে বি হ হইল ।। দেখিয়া যতেক লোক আনন্দে ভাসিল কামিনীরঞ্জনে দোঁহে হইল মিলন । পরম সন্তোষ হৈল দুজনার মন ।। কিছু দিন তথাকারে করিয়া বঞ্চ শ্বশুরের কাছে গিয়া কহিছে রঞ্জন ।। বহু দিন এথা আসিয়াছি আমি । অনুগ্রহ পূর্ব্বকে বিদায় দেও যাহি জানি পিতা মাতা আছয়ে কেমন । তাহার জন্য মম মন উচাটন ।। সম্মত হইয়া তবে রাজা হন । জামাতা কন্যারে দিল নানা বিধ ধন ।। পাত্রে র নন্দনে বহু স্তব স্তুতি করি । বিদায় দিলেন জামাতা করে ধরি ।।প্রণমিয়া তিন জনে রাজার চরণে । তুরন্ত পরে আইল আনন্দিত মনে ।। রঞ্জন আসিয়া তবে আ পনার ধাম । জনক জননী পদে করিল প্রণাম ।। রা জারাণী পুত্রবধূ দেখিয়া দুই জন । মনেতে সন্তোষ বড় হইল তখন ।। রঞ্জন পিতার কাছে সব নিবেদিল । যেই রূপে বিবাহের ঘটনা হইল ।। মনেং প্রশংসা যে করিয়া রাজন । দরিদ্র ব্রাহ্মণগণে দিল নানা ধন । কিঞ্চিৎ দি বস রাজা রাজত্ব করিয়া । স্বর্গবাসে গেল রঞ্জনেরে রাজ্য দিয়া ।। এই পুস্তক সমাপ্ত হইল এখন । কবি স বার কাছে কিছু করি নিবেদন ।। দোষ ত্যজি গুণ মম করহ গ্রহণ । সীতানাথ দত্ত ইহা করিল রচন ।।

সমাপ্ত ।